বিশেষ সংখ্যা

পুণ্য সপ্তাহ

প্রকাশনার ৮৩ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ১২ ◆ ২ - ৮ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

কষ্টভোগী সেবক

যিশুর সাথে একাত্ম হওয়া

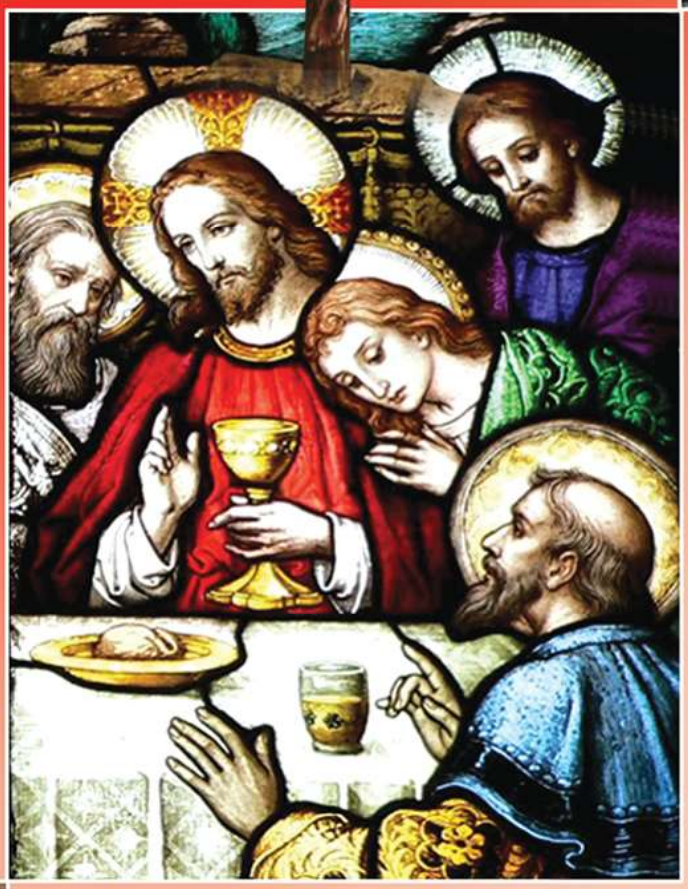

যাজক দিবসে কথা

ক্রুশের উপরে যিশুর দ্বিতীয় বাণী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, পানপাত্র ও ছোট-বড় ক্রুশ

- ☐ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ☐ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ☐ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ☐ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ☐ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ☐ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ☐ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ☐ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ☐ যুগে যুগে গল্প
- ☐ সমাজ ভাবনা
- ☐ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ☐ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ☐ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ☐ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ☐ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ☐ সলতে
- ☐ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন। -যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ১২
২ - ৮ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১৯ - ২৫ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পুণ্যতার পথ বেয়ে পুনরুত্থানের আনন্দে একাত্ম হওয়া

খ্রিস্টীয় উপাসনায় পুণ্যসপ্তাহ বা মহাসপ্তাহ একটি বিশেষ অধ্যায়। যা শুরু হয় তালপত্র রবিবারের মধ্যদিয়ে; যেদিনে স্মরণ করা হয় যে, যিশুকে তাঁর জাতির মানুষেরা রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। এ বছর পুণ্যসপ্তাহ শুরু হবে ২ এপ্রিল থেকে। তবে পুণ্যসপ্তাহে প্রবেশের আগে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা নিজেদের জীবনে পুণ্য অর্জনের জন্য বিশেষ সুযোগ লাভ করেন প্রায়শ্চিত্ত বা তপস্যাকালের বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিক সৎকর্ম, আত্মত্যাগ, প্রার্থনা এবং দয়াকাজ সম্পন্ন করার মধ্যদিয়ে। এ বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে আমরা প্রবেশ করেছিলাম ৪০ দিনের তপস্যাকালে। আর এই তপস্যাকলের মূল আহ্বান মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসা ও প্রতিবেশির পাশে থাকা। নিজেদেরকে পবিত্র ও পুণ্য অর্জনে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি পুণ্য সপ্তাহে। আর এই পুণ্য সপ্তাহের সর্বোচ্চ পর্যায় হল নিস্তার দিবসত্রয় (পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্য শুক্রবার, পুণ্য শনিবার)। এই চরম পর্যায়ে আমরা গভীরভাবে যিশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও মহিমা লাভ ধ্যান করি। বিশেষভাবে স্মরণে আনতে চেষ্ট করি, জেরুসালেমের পথ ধরে কালভেরী পর্বত পর্যন্ত যিশুর ক্রুশ বহনের কথা; স্মরণ করি যে আমাদেরই পাপের কারণে তিনি অন্যায়ভাবে দণ্ডিত, প্রহারিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, শেষে ক্রুশের উপর যন্ত্রণাময় মৃত্যুও বরণ করেছেন; অবশেষে ক্রুশীয় মৃত্যু জয় করে গৌরবান্বিত হয়েছেন; আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে টেনে এনেছেন। আর এই সবই হয়েছে পরম পিতার ইচ্ছায়। পিতার ভালোবাসায় পরিপ্লুত যিশু সবাইকে আহ্বান করছেন পরস্পরকে ভালোবাসতে ও সেবা করতে। তাই তো পুণ্য বৃহস্পতিবারে প্রবেশ করলে দেখতে পাই যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে একটি বিরল আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। তারপর পুণ্য শুক্রবারে, তিনি মহান আত্মত্যাগ তথা ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে আমাদের সঙ্গে নতুন সন্ধি স্থাপন করেছেন, আমাদের নব জীবন দান করেছেন। যিশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সাড়া জগতকে পুনঃর্মিলিত করেছেন। আর পুণ্য শনিবারের প্রকৃত আহ্বান পাপের দাসত্বের জগৎ থেকে স্বাধীনতার জগতে পদার্পণ করা। এই সময় প্রভু যিশুর আহ্বান সর্বজনীন। অর্থাৎ শুধু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আহ্বান সীমাবদ্ধ নয়। সবাই যাতে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারে। আর এই মিলনের জন্যে প্রয়োজন পাপের পথ পরিত্যাগ করে যিশুর আদর্শে সেবা ও ভালোবাসায় একসাথে পথ চলা।

পুণ্যসপ্তাহে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ আমরা যিশুর জীবন, মানবজাতির পরিত্রাণ রহস্য বিশেষ করে যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। আর সাথে সাথে আমাদের নিজ জীবনের মুক্তিলাভের বিষয়ে সচেতনা লাভ করি। নিজেরা মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় যিশুর আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসীর ন্যায় জীবন যাপন করার সংকল্প গ্রহণ করি। ফলশ্রুতিতে নিজেদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা যিশুর জীবনের কষ্ট-যাতনার সাথে মিলিয়ে নিজেরা শক্তি লাভ করি জীবনের নানা প্রতিকূলতায়ও খ্রিস্টসাক্ষ্য দানের জন্য। প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আমরা যখন খ্রিস্ট প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টযাগে যথার্থভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁর পুণ্যদেহ বা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করি তখন একটি সাক্ষ্য ও আদর্শ দান করি। আসলে ভালোবাসার কারণে যেকোন কষ্ট গ্রহণ করা সম্ভব। আর যিশু ক্রুশ মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়েই তাঁর ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ক্রুশের উপর থেকে ক্ষমা দান করে স্থাপন করেছেন অনন্য এক আদর্শ। আদি পাপের ফলে ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কের যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল; ক্রুশ মৃত্যুর মধ্যদিয়ে যিশু তা পুনঃস্থাপিত করলেন। মানুষ ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করেছে। তাই ক্রুশ হয়ে ওঠেছে আমাদের জন্য ঈশ্বর ও মানুষের এবং মানুষ ও মানুষের পুনর্মিলনের, সুসম্পর্কের প্রতীক। ক্রুশের মধ্যদিয়ে শুধু ঈশ্বর ও মানুষ নয় বরং মানুষ ও মানুষের মধ্যে পুর্নমিলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ক্রুশের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন আমাদের হিংসা, রাগ, অহংকার, স্বার্থপরতা, মিথ্যা, রেষারেষি, দ্বন্ধ, বাহাদুরি ইত্যাদির সমাপ্তি ঘটাই। আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে এসকল অপবোধের সমাপ্তি ঘটালে পারলেই আমরা একসাথে পুনরুত্থানের প্রকৃত আনন্দ পেতে পারব॥ †

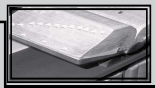

তাঁর প্রতি যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিলেন, সেই যুদা তখন বললেন, 'রাব্বি, সে কি আমি?' তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি নিজেই কথাটা বললে।' (মথি ২৬:২৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

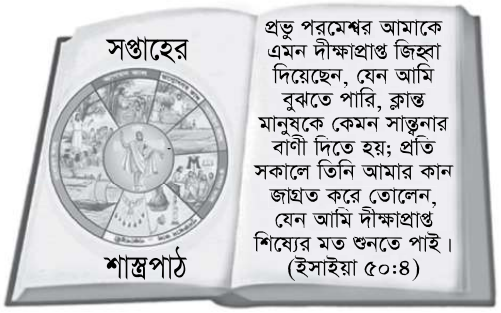

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২ - ৮ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

পুণ্য সপ্তাহ

২ এপ্রিল, রবিবার

তালপত্র নিয়ে শোভাযাত্রার পূর্বে : মথি ২১: ১-১১

শোভাযাত্রা-খ্রিস্টযাগ, বিশ্বাসমন্ত্র, তালপত্র রবিবারের ধন্যবাদ-বন্দনা

ইসা ৫০: ৪-৭, সাম ২২: ৮-৯, ১৭-২০, ২৩-২৪, ফিলি ২: ৬-১১, মথি ২৬: ১৪--২৭: ৬৬ (সংক্ষিপ্ত ২৭: ১১-৫৪)

৩ এপ্রিল, সোমবার

ইসা ৪২: ১-৭, সাম ২৭: ১-৩, ১৩-১৪, যোহন ১২: ১-১১

৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার

ইসা ৪৯: ১-৬, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, যোহন ১৩: ২১-৩৩, ৩৬-৩৮

অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

৫ এপ্রিল, বুধবার

ইসা ৫০: ৪-৯ক, সাম ৬৯: ৭-৯, ২০-২১, ৩০, ৩২-৩৩, মথি ২৬: ১৪-২৫)

৬ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

অভ্যঞ্জন খ্রিস্টযাগ-তেল আশীর্বাদ: মহিমাস্তোত্র, দিনের উপযুক্ত ধন্যবাদ-বন্দনা।

ইসা ৬১: ১-৩, ৬, ৮-৯, সাম ৮৯: ২১-২২, ২৫, ২৭, প্রত্যা ১: ৫-৮, লুক ৪: ১৬-২১

নিস্তার দিবসত্রয় : প্রভু যিশুর মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান স্মরণে

বৃহস্পতি: সন্ধ্যা প্রভুর অন্তিম ভোজের পুণ্য বৃহস্পতিবার যাত্রা ১২: ১-৮, ১১-১৪, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৫-১৮, ১ করি ১১: ২৩-২৬, যোহন ১৩: ১-১৫

৭ এপ্রিল, শুক্রবার প্রভুর যাতনাভোগের পুণ্য শুক্রবার

উপবাস পালন ও মাছ-মাংসাহার ত্যাগ আজকের উপাসনার ৩টি অংশ: ১) বাণী উপাসনা ২) পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ৩) খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ

ইসা ৫২: ১৩--৫৩: ১২, সাম ৩১: ২, ৬, ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৭, ২৫, হিব্রু ৪: ১৪-১৬; ৫: ৭-৯, যোহন ১৮: ১--১৯: ৪২

৮ শনিবার পুণ্য শনিবার - নিস্তার জাগরণী

নিস্তার জাগরণীর চারটি অংশ: ১) আলোর অনুষ্ঠান ২) বাণী উপাসনা ৩) দীক্ষাস্নান (যদি প্রার্থী থাকে) ৪) যজ্ঞানুষ্ঠান

১. আদি ১: ১--২: ২ (সংক্ষিপ্ত ১: ১, ২৬-৩১), সাম ৩২: ৪-৫, ৬-৭, ১২-১৩, ২০, ২২, ২. আদি ২২: ১-১৮ (সংক্ষিপ্ত ২২: ১-২, ৯-১৮), সাম ১৫: ৫, ৮, ৯-১০, ১১, ৩. যাত্রা১৪: ১৫--১৫: ১, সাম যাত্রাঃ ১৫: ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ১৭-১৮, ৪. ইসা: ৫৪: ৫-১৪, সাম ২৯: ২, ৪, ৫-৬, ১১-১৩, ৫. ইসা: ৫৫: ১-১১, সাম ইসাঃ ১২: ২-৩, ৪, ৫-৬, ৬. বারু: ৩: ৯-১৫, ৩২--৪: ৪, সাম ১৮: ৮, ৯, ১০, ১১, ৭. এজে:৩৬: ১৬-২৮, সাম ৪১: ৩, ৫; ৪২: ৩, ৪ (তবে দীক্ষাস্নান,থাকলে-সাম ৫১: ১২-১৩, ১৪-১৫, ১৮-১৯), ৮. রোমী:৬: ৩-১১, সাম ১১৮: ১-২, ১৬-১৭, ২২-২৩, ৯. মথি ২৮: ১-১০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২ এপ্রিল, রবিবার

+ ১৯৮০ ব্রাদার জি ক্যাম্পানিওলো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফাদার জর্জ লাপ্রাদ সিএসসি

৩ এপ্রিল, সোমবার

+ ১৯৭৭ ফাদার আন্তনী গমেজ (ঢাকা)
+ ২০২২ ফাদার আলেজান্দ্রো রাবানল সিএসসি (ময়ঃ)

৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার

+ ১৯৭০ সিস্টার মারী এষ্টেল ও'ব্রায়েন সিএসসি
+ ১৯৭১ ফাদার মারিও ভেরনেসী এসএক্স (খুলনা)

৫ এপ্রিল, বুধবার

+ ১৯৫৯ ফাদার লুইস লাজারুস সিএসসি
+ ২০২০ সিস্টার ইদা জুচ্চোলি এমপিডিএ (ঢাকা)

৬ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৬৭ ফাদার ডনাল্ড ম্যাক গ্রেগার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম. রোজ ডি' সিলভা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ ফাদার তামস নিকোলাস আজিম (ময়মনসিংহ)

৭ এপ্রিল, শুক্রবার

+ ২০১০ সিস্টার আন্না উর্বিনাতি এমপিডিএ (ঢাকা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

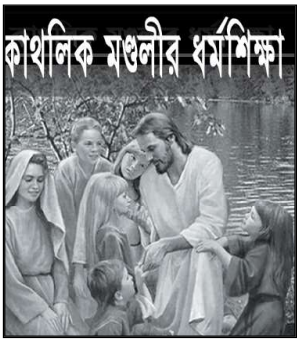

১৫০৪: যীশু রোগীদের প্রায়ই বলেন বিশ্বাস করতে। নিরাময় করার জন্য তিনি চিহ্নের আশ্রয় নেন: যেমন থুথু ও হস্ত স্থাপন, কাদা ও ধুয়ে ফেলা। রোগীরা তাঁকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করে, "কেননা তাঁর মধ্য থেকে এমন শক্তি বের হত যা সকলকে সুস্থ করত"। একইভাবে সংস্কারগুলোতে খ্রীষ্ট আমাদের সুস্থ করার জন্য তাঁর স্পর্শ অব্যাহত রাখেন।

১৫০৫: রোগীদের যাতনা অনুভব ক'রে খ্রীষ্ট নিজেকে শুধু স্পর্শ করার সুযোগই দেন না, তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা নিজের করে নেন: "তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন; বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি"। তবে তিনি সব রোগীদের নিরাময় করেননি। তাঁর নিরাময় ছিল ঐশরাজ্যের আগমনের চিহ্ন। সে-চিহ্নগুলো আরও গভীর নিরাময়ের কথা ঘোষণা করে: তাঁর নিস্তরণের দ্বারা পাপ ও মৃত্যুর উপর বিজয়। ক্রুশে তিনি মন্দতার সব ভার নিজের কাঁধে নিলেন এবং "জগতের পাপ" তিনি হরণ করলেন, যার মধ্যে অসুস্থতা হল মাত্র একটি পরিণতি। খ্রীষ্ট তাঁর যাতনাভোগ ও ক্রুশে মৃত্যুবরণ দ্বারা দুঃখ-যন্ত্রণার এক নতুন অর্থ দান করেছেন: তাই এখন থেকে তা আমাদের খ্রীষ্টের সদৃশ করে তুলতে পারে এবং তাঁর মুক্তিদায়ী যাতনার সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করতে পারে।

১৫০৬: খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের আহ্বান জানান ক্রুশ নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে। তাঁকে অনুসরণ করে তারা রোগ ও রোগীদের সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে। যীশু তাঁর নিজের জীবনের দরিদ্রতা ও সেবাদানের সঙ্গে তাদেরকে একাত্ম করেন। তিনি তাদেরকে তাঁর সহমর্মিতা ও নিরাময়ের সেবাকাজে অংশীদার করেন: "তাই তাঁরা রওনা হয়ে এমন কথা প্রচার করছিলেন যেন লোকে মনপরিবর্তন করে। আর তাঁরা বহু অপদূত তাড়াতেন ও অনেক পীড়িত লোককে তেল মাখিয়ে নিরাময় করতেন"।

১৫০৭: পুনরুত্থিত প্রভু এই মিশনকর্ম পুনঃসম্পন্ন করেন ("তাঁরা আমার নামে... পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে,") এবং চিহ্নগুলোর মাধ্যমে খ্রীষ্টমণ্ডলী তাঁর নামে যা সম্পন্ন করে যীশু তা অনুমোদন করেন। এ চিহ্নগুলো বিশেষভাবে প্রকাশ করে যে, যীশু হলেন সত্যিই ঈশ্বর যিনি "পাপ থেকে ত্রাণ করেন"॥

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

৪ এপ্রিল, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"-এর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

যাজক দিবসে যাজকদের অভিনন্দন

আমাদের মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট পরম ভালোবাসায় নিজ দেহ ও রক্ত উৎসর্গ করে খ্রিস্টপ্রসাদ ও যাজকবরণ সংস্কার স্থাপন করেছেন। মাতামণ্ডলী পুণ্য বৃহস্পতিবার মহা-সমারহে উদ্‌যাপন করে থাকে "যাজক দিবস"। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" এর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে যাজকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও পবিত্র জীবন কামনা করি।

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

তালপত্র ও যাতনাভোগ রবিবার

১ম পাঠ : ইসাইয়া ৫০:৪-৭

২য় পাঠ : ফিলিপ্পীয় ২:৬-১১

মঙ্গলসমাচার পাঠ: মথি ২৬:১৪,২৭:৬৬

আজকের দিনটাকে বলা হয় 'তালপত্র ও যাতনাভোগ রবিবার'। কেননা আজকের দিনের অনুষ্ঠানমালা যিশুর জীবনের দু'টি দিক আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করে। একটি দিক হলো- ক্রুশের পথ, অপরটি হলো গৌরবের পথ। "যিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে মানুষের নিস্তার-কার্য সমাধা করবেন ব'লে আজকের দিনে জেরুসালেমে প্রবেশ করেছিলেন। তা স্মরণ ক'রে যিশুকে রাজা ব'লে স্বীকৃতি দিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে আমরা তাঁর গৌরবময় জীবন-পথের সহভাগী হতে চাই। পুণ্য সপ্তাহে যিশুর ক্রুশ-যন্ত্রণার সহমর্মী হতে চাই, যাতে আমরা তাঁর পুনরুত্থান ও নব জীবনের সহভাগী হতে পারি।" আজকের দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়; ত্যাগস্বীকার, আত্মত্যাগ ও দুঃখ-কষ্টভোগ ছাড়া প্রকৃত আনন্দ, প্রকৃত বিজয়, প্রকৃত সুখ আসে না। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দুঃখ-কষ্টভোগ আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের সুযোগ।

যিশুর জেরুসালেমে প্রবেশ: যিশু স্ব-ইচ্ছায়, স্ব-জ্ঞানে, জেনে শুনেই জেরুসালেমে প্রবেশ করছেন। তিনি জানেন তাকে যাতনাভোগ করতে হবে, অপমান-লাঞ্ছনাভোগ করতে হবে এবং শেষে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তবুও তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে সরে যেতে চান না। তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চান, তিনি আমাদের মত মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করতে চান যেন তিনি মৃত্যুকে জয় করতে পারেন এবং মানুষের জন্য এনে দিতে পারেন শাশ্বত জীবন। তিনি একা একা শাশ্বত-জীবন রাজ্যে প্রবেশ করতে চান না। তিনি চান সবাইকে নিয়ে ও সবার সঙ্গে জেরুসালেমে অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে।

বর্তমানে আমাদের হৃদয়, আমাদের অন্তরই হল জেরুসালেম। এই হৃদয় জেরুসালেমে যিশু রুটি-দ্রাক্ষারস ও ঐশবাণীর দ্বারা আমাদের হৃদয় জেরুসালেমে প্রবেশ করেন। আমরা কি তাকে যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ করি? তাকে অভ্যর্থনা করি? তাকে যথাযথভাবে মর্যাদা ও সম্মান করি?

গাধার বাঁধন খুলে দেওয়া: যিশু শিষ্যদের বললেন, "তোমরা সামনের ঐ গ্রামটিতে যাও। গিয়ে দেখতে পাবে, সামনে বাঁধা রয়েছে একটি গাধা, সঙ্গে রয়েছে তার বাচ্চাটি। ওদের বাঁধন খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো।" যিশুর এই বাণী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আদম ও হবার নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার কথা। যার কারণে আদম ও হবা গাধার মতই জ্ঞানবৃক্ষে বাঁধা ছিল। আর যিশু এসেছেন সেই বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করে জীবনবৃক্ষে বা ক্রুশবৃক্ষে আমাদের বেঁধে রাখতে যেন আমরা পেতে পারি শাশ্বত জীবন। কারণ ক্রুশবৃক্ষই শাশ্বত জীবনের উৎস ও ক্রুশই আমাদের পরিত্রাণ।

আমরাও গাধার মত মিথ্যা মোহ-মায়ায় নিজেকে বেঁধে রাখি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক, মোবাইল, টেলিভিশনের মত নানারকম যন্ত্রের সাথে নিজেকে বেঁধে রাখি ও এসবের দাস হয়ে যাই। ভোগ-বিলাসিতা, কুসংস্কার, অসত্য জ্ঞানবৃক্ষে নিজেদেরকে বেঁধে রাখি। আর তাই যিশু আমাদেরকে মুক্ত করতে এসেছেন।

প্রভুর দরকার আছে: যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আর কেউ যদি তোমাদের কিছু বলে, তাহলে ব'লো: "প্রভুর যে ওদের দরকার আছে।" জগতে এত প্রাণী থাকতে যিশু গাধাকেই বেছে নিলেন তাঁকে বহন করার জন্য। যিশু ইচ্ছা করলে ঘোড়া ও হাতির পিঠে চড়তে পারতেন। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছেন গাধার মত নির্বোধ ও অবুঝ প্রাণীকে। আসলে গাধা সহজ-সরল, বিশ্বস্ত ও নিরীহ প্রাণী। মানুষ চতুর ও চালাকী পছন্দ করে না, বিশ্বস্ততা খুঁজেন। তাই শিয়াল চতুর ও চালাক হলেও কেউ ঘরে রাখেন না। সবাই কুকুর রাখেন বা কুকুর পুষেণ। ঈশ্বরও অন্তরের সরলতা দেখেন। সেই জন্য ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে পারলেও, হাতি বড় প্রাণী হলেও যিশু গাধাকেই বেছে নিয়েছেন তার সরলতা ও বিশ্বস্ততার জন্য।

আজ যিশু আমাদের বলতে চান, সমাজে ও মণ্ডলীতে সবশ্রেণির লোকেরই দরকার আছে। সমাজে ও মণ্ডলীতে শিক্ষিত, ধনী, জ্ঞানী লোকের যেমন প্রয়োজন, তেমনি দরিদ্র, অশিক্ষিত লোকেরও প্রয়োজন হয়। সে নির্বোধ, অবুঝ, বোকা হোক কিংবা অশিক্ষিত হোক তাকেও প্রভুর দরকার আছে। সমাজে ও মণ্ডলীতে সবারই স্থানে আছে। প্রভুর দৃষ্টিতে সবাই সমান। তারাও সমাজে ও মণ্ডলীতে অবদান রাখতে সক্ষম। তবে তাদেরকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে, কাছে ডাকতে হবে, অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ দিতে হবে।

যিশুকে বহন করা: "তারপর তাদের (গাধা ও গাধার বাচ্চা) পিঠের ওপর তাঁরা নিজেদের গায়ের চাদর পেতে দিলেন। যিশু এবার এসে ওই চাদরগুলার ওপরে বসলেন।" এই গাধার জন্য যিশুকে বহন করা কত আনন্দের ব্যাপার। মানব পরিত্রাতা যিশুকে বহন করতে পেরেছে। এই গাধা যিশুকে সাদরে গ্রহণ করেছে এবং বহন করেছে। যিশু চান, আমরাও যেন গাধার মত নিজের জীবনে, হৃদয়ে-অন্তরে যিশুকে বহন করি, যিশুকে বহন করে অন্যদের কাছে নিয়ে যাই।

আজ আমরা নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি, গাধার মত যিশুকে বহন করে আমি কি আনন্দ পাই? নাকি যিশুকে আমার জীবনে বোঝা মনে করি?

মানব স্বভাব ও চরিত্র: আজকের শাস্ত্রপাঠগুলো মানবস্বভাব ও চরিত্র তুলে ধরছে। একদিকে যে লোকেরা যিশুকে তাদের রাজা হিসেবে গ্রহণ করে জয়ধ্বনি দিয়েছে, বরণ করে নিয়েছে, নিজেদের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, আরেকদিকে সেই লোকেরাই সময়ের কিছু ব্যবধানে যিশুর অপমান করেছে, থুথু দিয়েছে এবং ক্রুশে দিয়েছে। যারা একদিন চীৎকার ক'রে বলেছিল, "জয়, দাউদ-সন্তানের জয়! প্রভুর নামেই আসছেন যিনি, ধন্য, তিনি ধন্য! আহা, ঊর্ধ্বলোকে উঠুক জয়ধ্বনি!" তারাই আবার চিৎকার দিয়ে বলেছে, "ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক!"

আজকের শাস্ত্রপাঠগুলো মানব স্বভাব ও চরিত্র বিভিন্ন লোকের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছে যেমন; পিলাত, হেরোদ, শিষ্যেরা, মহাযাজক, দাসী, উত্তেজিত জনতা, জাতির প্রবীণেরা, প্রদেশপাল, সাইরিনির সিমোন, ভেরুনিকা, জেরুসালেমের নারীগণ, শতানীক প্রমুখ। পিলাতের মত আমরাও অনেকবার নিজেকে নির্দোষ দাবি ক'রে হাত ধুয়ে বসে থাকি। আবার শিষ্যদের মত ঘুমিয়ে থেকে অন্যদের দুঃখ-কষ্ট লক্ষ্য করি না কিংবা দুঃখ-কষ্টের সহভাগী হতে পারি না। জাতির প্রবীণদের মত অন্যকে বিপদে ফেলার জন্য, কষ্ট দেওয়ার জন্য কুপরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করি। আবার সাইরিনির সিমোনের জন্য কেউ কেউ অন্যের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। ভেরুনিকার মত কেউ কেউ সান্ত্বনা দেন, চোখের জল মুছিয়ে দেন। শতানীকের মত যিশুকে আমার মুক্তিদাতা হিসেবে স্বীকার করি।

আমি/আপনি কোন চরিত্রের অধিকারী? আমি/আপনি সাইরিনির সিমোন বা ভেরুনিকার মত সাহায্য করি? নাকি শতানীকের মত যিশুকে স্বীকার করি আমার মুক্তিদাতা হিসেবে?

যিশু মুক্তিদাতা: আজকের শাস্ত্রপাঠগুলো আমাদের যিশুর দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখতে আহ্বান করছে। তিনি এমন ক'রে যাতনাভোগ ও মৃত্যুবরণ করছেন কারণ তিনি মানবজাতিকে পাপ হতে মুক্ত করতে চান। তিনি মানবের মুক্তিদাতা। আমাদের সকলের জন্য তাঁর জীবন বিলিয়ে দিতে চান। আমরাও যেন তার মৃত্যুতে অংশগ্রহণ করি। পাপকে ক্রুশবিদ্ধ করি, পুরাতন আমিত্বকে ক্রুশবিদ্ধ করি এবং পশুত্বকে ক্রুশবিদ্ধ করি আর শেষে তাঁর পুনরুত্থানে বিজয়ী হই। গৌরবময় বিজয়ের অংশীদারি হই। শতানীকের মত বলি, "সত্যিই উনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" ❑

যাজক দিবসে কথা

ফাদার লেনার্ড রিবেরু

ছবি: ইন্টারনেট

কাথলিক উপাসনাচক্রে পুণ্য দিবসত্রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতিবার সান্ধ্যযজ্ঞে এর শুরু হলেও সকালের অভ্যঞ্জন খ্রিস্টযাগ-তেল আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব-গভীরতা ও মাহাত্ম্য যথেষ্ট। কেননা ঐ খ্রিস্টযাগে ৩ রকমের তেল আশীর্বাদ করা হয় যা বছরব্যাপী ব্যবহৃত হয় সংস্কার সম্পাদনে। দিনটি যাজকের জন্যে বিশেষ দিন। কেননা দিনটি অভিষিক্ত যাজকরূপে সকল যাজকের জন্মদিন বার্ষিকী। আনন্দ-কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদের এই যজ্ঞে যাজকগণ ধর্মপালের প্রতি ব্রতগুলো নবায়ন করে নিজেদের আরো যাচিয়ে ও সাজিয়ে নেন। শক্ত বন্ধনে, সেবা ও আনুগত্যের একাত্মতায় ধর্মপাল ও ভক্তবাসীর সাথে। উপাসনার গাম্ভীর্যতার মিলন ঘটে ধর্মপাল, যাজক ও ভক্তের। ত্রিবিধ এই মিলন, ত্রিবিধ এই আশীর্বাদিত তেল নবায়ন আনে সকলের জীবনে নবচেতনার ও আধ্যাত্মিকতায় পুষ্ট হয়ে। সবাই ফিরে স্ব-স্ব ঠিকানায় নিস্তার দিবসত্রয়ের মাহাত্ম্যে সিক্ত হতে সক্রিয় অংশগ্রহণে।

প্রভুর অন্তিমভোজের পুণ্য বৃহস্পতিবার এর ত্রিবিধ ঘটনা-শিষ্যদের পা ধুয়ানো, যাজকীয় ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার স্থাপনের মূলে একই অর্থ বা আহ্বান। তা হলো, ঈশ্বরকে ও ভক্তমণ্ডলীকে ভালোবেসে সেবা এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরের তরে বিলিয়ে দেওয়া। যাজকগণ সেবা ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সেবাময়ী যাজকত্ব বিলিয়ে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ-প্রতিশ্রুতি পালনে সদা উন্মুখ। তবে তা পূরণ ও পালন কঠিনও বটে।

যাজক যখনই যজ্ঞ নিবেদন, উৎসর্গ করেন তখন তাকেও উৎসর্গকৃত, নিবেদিত হতে হবে। কেননা যিশু এই যজ্ঞে বলিকৃত হন, যাজক যিশুরই স্থানে যজ্ঞ নিবেদনে এই চেতনা যাজকীয় সত্তায় ধারণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে অনেক দর্শন যুক্তি, কথা নিয়ে খ্রিস্টযজ্ঞ যে রহস্য তা বললেও এটি বাস্তবতা বহির্ভূত নয়। এটা আরো কঠিন যদি আমরা খ্রিস্টযাগ এর অর্ন্তনিহিত অর্থ বুঝে না থাকি। খুব সংক্ষেপে: Jesus allows us to enter His "Persona" for He empowers us to act "in Persona Christi."

যিশু প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাজক উৎসর্গ করেন। এই প্রেমযজ্ঞে তিনি পরিবর্তিত হোন, হয়ে ওঠেন ভালোবাসার মানুষ। এই প্রেম ঈশ্বরের নিমিত্তে ভক্তজনগণের তরে। ভক্তজনগণ এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করে আত্মায় গ্রহণ করে যিশুকে। "খ্রিস্টপ্রসাদ" গ্রহণ করে এতে করে ভক্ত ও হয়ে উঠে যিশু। কেননা সে যা পায় ও খায় তা যিশুর দেহ। এতে করে সে যা খায় তা সে হয়ে যায় *As a result he becomes what he eats*। সেই যিশুকে গ্রহণই হয়ে উঠে *Praxis* স্বর্গীয় জীবন। এই আহ্বান সবার জন্য - এর চেয়ে মহান *Praxis* আর কি হতে পারে।

যাজক সম্বন্ধে আমরা যখন চিন্তা ও কল্পনা করি, তখন আমাদের মনে ভেসে ওঠে যাজকের একটি চিত্র "তিনি বই খুলে প্রাহরিক প্রার্থনা করছেন, নীরবে বসে ধ্যান করছেন, মাথায় হাত রেখে কাউকে আশীর্বাদ করছেন, পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করছেন, পাপস্বীকার শুনছেন, রোগীলেপন করছেন, বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন, বিবাহ সংস্কার দিচ্ছেন, পরিবার ভিজিট করছেন, মানুষ তার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলছে, মৃতকে কবরে শায়িত করছেন ও দয়ার কাজ করছেন।" এই ধরণের চিত্রই মনে ভেসে ওঠে। আসলে এটাইতো কাথলিক যাজকের জীবন।

খ্রিস্টযাগ-রীতিতে ফুটে ওঠে যাজকের পূর্ণ পরিচিতি ও সেবাকাজ। একদিকে যাজকের কাজ পরিত্রাণদায়ী খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করা অন্যদিকে যিশুরই আদর্শে যাজকের জীবনটা একটি 'যজ্ঞ নিবেদন'। খ্রিস্টযাগের প্রার্থনার ৪টি শব্দ বা ৪টি ক্রিয়া বা ৪টি মনোভাবের মধ্যে রয়েছে যাজকীয় জীবন ও সেবাকাজের সার-সংক্ষেপ। প্রতিটি খ্রিস্টযাগের প্রার্থনায় বলা হয়, "তিনি (যিশু) রুটি হাতে নিলেন, এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তা ভাঙ্গলেন, এবং শিষ্যদের দিয়ে বললেন: 'নাও, এ থেকে খাও সকলে– কেননা এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য সমর্পিত হবে'।" আজকের দ্বিতীয় পাঠে সাধু পৌল সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, "এবার তিনি হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন; তারপর তা শিষ্যদের দিতে দিতে বললেন: 'এ আমার দেহ, তোমাদের জন্য যা সমর্পিত হবে। তোমরা আমার স্মরণেই এই অনুষ্ঠান করবে!' তেমনিভাবে ভোজের শেষে তিনি পানপাত্রটিও নিয়ে বললেন: 'এই পাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি, যে-রক্ত তোমাদের জন্যই পাতিত হবে।"

১) ৪টি ক্রিয়া/মনোভাব হলো: হাতে নিলেন, ধন্যবাদ জানালেন, ভাঙ্গলেন, ও দিলেন।

ক) 'হাতে নিলেন': হাতে নেওয়া মানে কী?

- বেছে নেওয়া (যেমন, প্রবক্তা জেরেমিয়, পিতর ও অন্যান্য শিষ্য);
- আপন করে নেওয়া; যিনি মনোনীত করেন তার আপন সম্পদ হয়ে ওঠা।
- একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আলাদা করা। উদ্দেশ্য: সকল জায়গার সকল মানুষের কাছে বাণী প্রচারের জন্য তিনি আলাদা 'তোমরা জগতের কিন্তু জগতের নও' জগতে কিন্তু আলাদা।
- এক হাতে নয়, দু'হাতে নিলেন, দু'হাতে মানে অত্যন্ত সচেতনভাবে, আন্তরিকতার সাথে, অধিকার নিয়ে, আংশিক নয়, পুরোপুরিভাবেই আপন করে নেওয়া।
- কেউ নিজে নিজে যাজক হয় না যিশু বলেন, 'তোমরা আমাকে মনোনীত করো নি, আমি তোমাদের মনোনীত করেছি।'
- যাজকত্ব মানবিক অর্জন নয়, নিজ কৃতিত্ব নয়, যাজকত্ব একান্তই একটি অনুগ্রহ এবং ঐশরিক বিষয়। তাই যাজকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে মণ্ডলীর মাধ্যমে যিশুই তাদের মনোনীত করেছেন অর্থ্যাৎ

তিনি দু'হাতে যাজকদের বরণ করেছেন। যাজকত্ব অর্জন নয়, যোগ্যতা নয়, কৃতিত্ব নয়, যাজকত্ব হলো যাজকদের প্রতি ও ভক্ত-মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ, তাঁর দয়া, এই চেতনা যাজকদের বিনম্র রাখবে, সর্বদা কৃতজ্ঞ রাখবে।

- অভিষেকের গুণে যাজকগণ সর্বদা যাজক। মাত্র একটি জাতি বা গোষ্ঠীর যাজক নয়, মাত্র একটি অঞ্চলের যাজক নয়, যাজকগণ সবার। যাজক হিসাবে তিনিই সর্বজনীন ব্যক্তিত্ব, যাজকদের যিশুই রুটির মতো হাতে নিয়েছেন, দু'হাতেই নিয়েছেন, তিনিই যাজকদের রক্ষা করবেন ও পরিচালনা করবেন।

খ) 'ধন্যবাদ জানালেন': ধন্যবাদ মানে

- আশীর্বাদ করা, যাকে আশীর্বাদ করা হয় তার বিষয়ে মঙ্গল চিন্তা করা হয়, ভাল কথা বলা হয়, পিতা ঈশ্বর যেমন তাঁর পুত্র যিশুর সম্বন্ধে বলেন, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, আমার একান্ত প্রিয়জন'।
- যাজক একজন আশীর্বাদিত ব্যক্তিত্ব। যিশু বলেন, 'তোমরা আমার বন্ধু, আমার পিতার কাছ থেকে যা-কিছু শুনেছি, সবই তোমাদের বলেছি।
- সমালোচনা বাদ দিয়ে, বিরোধিতা না করে, যাজকদের সম্বন্ধে আমাদের ভাল চিন্তা করতে হবে, যাজকদের বিষয়ে আমাদের ভাল কথা বলতে হবে। বিশেষভাবে নতুন প্রজন্ম আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে। তাতে তারা শুনতে পাবে যাজকীয়/ব্রতীয় জীবনের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান।
- নিরব প্রার্থানায় ও ধ্যানে যাজক শুনতে পাবে যিশুর কথা, 'তুমি আমাকে মনোনীত করনি, আমিই তোমাকে মনোনীত করেছি, তুমি আমার বন্ধু, পিতার কাছে যা শুনেছি তা তোমাকে বলেছি।'
- যাজক হিসাবে যাজকগণ অন্যকেও আশীর্বাদ করবে। আশীর্বাদ মানে অন্যদের সম্বন্ধে ভাল কথা বলা, সমালোচনা নয়, নিন্দা নয়।

দৃষ্টান্ত: একবার একজন প্রতিবন্ধি মেয়ে একজন যাজকের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বলল, "ফাদার, আমাকে আশীর্বাদ করুন।" তখন ফাদার তাড়াহুড়া করে তার মাথায় হাত না রেখে দূর থেকে তার দিকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। মেয়েটা বলে ওঠল, না ফাদার, এই আশীর্বাদে কাজ হবে না। আমি আসল আশীর্বাদ চাই।

তৃনা কাছে এসে ফাদারকে জড়িয়ে ধরে তার গায়ে মাথা ঠেকিয়ে ধরল। ফাদারও তাকে জড়িয়ে ধরলো। 'তৃনা ঈশ্বর তোমাকে অনেক ভালোবাসেন, তুমি তাঁর সন্তান, তাঁর কন্যা। তুমি তাঁর কাছে অনেক মূল্যবান, অনেক প্রিয়। ঈশ্বর তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন।' এই কথা শোনার পর তৃনা মাথা তুলে নিল। তার মুখে হাসি ফুটলো।

- যাজক এই ভাবে সবাইকে আশীর্বাদ করবেন, তাড়াহুড়া করে নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে।
- আশীর্বাদ করা যাজকের সম্মানীয় অধিকার। আশীর্বাদ মানে ভাল কথা বলা, ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা বলা।

গ) ভাঙ্গলেন, টুকরো টুকরো করলেন:

- যাজক প্রতিদিনই রুটি ভাঙ্গেন। তিনি নিজেও টুকরো টুকরো হন। তিনি নানা ভাবে ভেঙ্গে পড়েন, দৈহিক শ্রম, মানসিক চাপ, সুব্যবস্থার অভাব, মানুষের দুর্ব্যবহার, মানুষের দাবী-দাওয়া, সমালোচনা ও নিন্দা।
- যাজক একজন প্রবক্তা কেননা তাকে প্রবক্তার মত বলতে হয় সত্য কথা ও সত্য বিষয়। সমাজের অভাবী-নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলতে হয়।
- এ ভাবেই যাজক খন্ড খন্ড হন রুটির মতন। এটাই যাজকের ক্রুশ বহন, ক্রুশের ওপর তার আত্মবলিদান।

ঘ) শিষ্যদের দিলেন

- যাজক নিজেকে দান করেন নানা ভাবে: তার সময়, তার শক্তি, তার স্বাস্থ্য, তার প্রতিভা, আরাম-আয়েশ, তিনি নিঃস্ব হন, তিনি বিলিয়ে দেন তার সবকিছু।
- যাজক নিজের জন্য বেঁচে থাকেন না; তার জীবন অপরের জন্য, দেবার মাধ্যমেই যাজক প্রকৃত শক্তি পান, আনন্দ খুঁজে পান, খুঁজে পান তাঁর পূর্ণতা।
- যাজক ভক্তমণ্ডলীর জন্য। সব মানুষের জন্য ঈশ্বরের উপহার, যিশুর আদর্শে যাজকগণ প্রাধান্য দিবে সমাজের প্রান্তিক, বিপন্ন, অভাবী অবহেলিত মানুষকে। প্রভু যিশুর শিক্ষা ও আদর্শে যাজকগণ তাদের কাছে হবে ঈশ্বরের রুটি।
- ঈশ্বর কাউকে কাউকে ডাকেন তাঁর বিশেষ কাজের জন্য এবং তাদের তিনি দিয়ে থাকেন রহস্যময় অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের সামর্থে তারা খ্রিস্টের অতিন্দ্রীয় দেহ অর্থাৎ খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাদের কাছে যেতে পারে ও তাদেরকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে।

যাজকত্ব একটি ঐশরিক আহ্বন, জীবিকা-নির্বাহের একটি পেশা নয়; যাজকত্ব একটি নতুন আত্মপরিচয়, একটি চাকরি বা কাজ নয়। যাজক মানেই যিশুর মত হয়ে উঠা। যাজকীয় অভিষেকের গুণে যাজকগণ এমন নতুন চিহ্নে চিহ্নিত হন যা কখনও মুছে যাবে না বা হারিয়ে যাবে না। যাজকীয় অভিষেকে তারা নতুন রূপ লাভ করে থাকে; অন্যদের থেকে তারা ভিন্ন বা আলাদা হয়। তুমি সর্বদাই পুরোহিত, অন্তরে একজন পুরোহিত। যাজকত্ব বা পৌরহিত্যকে জামার মত খুলে রাখার বিষয় নয়। তাই যাজকদের দিনে দিনে আরও বেশি যিশুর মত হতে হবে। যিনি ঈশ্বরের ও তাঁর জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে এসেছিলেন। কষ্টস্বীকার ছাড়া পৌরহিত্য শূণ্য; ত্যাগ ছাড়া যাজকত্ব অর্থহীন। একজন যাজক যতই কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে যিশুর সাথে একাত্ম হতে পারে ততই সে পরিষ্কারভাবে একজন যাজক হয়ে উঠে। প্রতিদিন ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যিশুকে অনুসরণ করা একজন পুরোহিতের জন্য অসংগত কোন বিষয় নয়। বরং ক্রুশ বহন করা পুরোহিতের একটি আবশ্যকীয় বিষয়।

একজন যাজককে হতে হবে খ্রিস্টীয় দরিদ্রতার প্রতীক বা চিহ্ন। জাগতিক বিষয়ে মন বা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা তাদের চিন্তার বিষয় নয়। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি ঈশ্বর যাজক আরোন ও তার বংশধরদের বলেন যে, তারা প্রতিশ্রুত দেশে কিছুই পাবে না। ঈশ্বর নিজেই হবেন তাদের পৈত্রিক সম্পদ।

ঈশ্বর যাজকদের তাঁর জনগণকে আশীর্বাদ করার অধিকার ও অনুগ্রহ দিয়েছেন/দিচ্ছেন। তাই সাক্রামেন্তগুলো সম্পাদন করার সময় তারা মনে রাখবে, এই আশীর্বাদ বা কৃপা যাজক নিজে তৈরী করে না, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে তা যাজককে দিয়েছেন। তাই ''বিনা মূল্যে যা পেয়েছ, বিনা মূল্যে তা অন্যকে দিবে"। যাজকগণ একটি সেতু যা সবার ব্যবহারের জন্য- ছোট বা বড় গাড়ীর, ট্রাক বা পথচারী সবাই জন্য।

সাধু বার্ণার্ড আমাদের স্মরণ করিয়ে বলেন: ''একজন পুরোহিত যদি বুঝতে পারেন তার ক্ষমতা/শক্তি, তিনি কি করতে পারেন, তাতে হয়তো তিনি মারা যাবেন।" তাই যাজকদের রক্তের বিনিময়ে হলেও সেই অধিকার বা শক্তি রক্ষা করতে হবে। যাজকগণ বয়সে ছোট হতে পারে, কিন্তু সে প্রবীণ কেননা প্রত্যেক যাজককে কথাবার্তায় ও আচরণে সংযত হতে হবে। যাজক নিজেকে নিজে বেছে নেন নি, নিয়েছেন ঈশ্বর অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। যাজক বাকা কলমে সোজা লিখতে পারেন।

একজন যাজক একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, কোন রাজনীতিবিদ নন, কোন ব্যবসায়ী নন। যাজক মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, পার্থিব বিষয়ের দিকে নয়। মানুষ যেন যাজকদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। কথা দিয়ে যত নয়, জীবন দৃষ্টান্ত দিয়ে তারা মানুষকে চালাতে সচেষ্ট থাকবে। একবার একজন লোক মৃত্যু শয্যায় পুরোহিতকে ডাকতে বলল। এতে তার পরিবারের সবাই অবাক হল কারণ সে অনেক বছর ধরে গির্জায় যায়নি। সে পুরোহিতকে বলল যে, অনেক বছর আগে সে একজন পুরোহিতের অশালীন আচরণে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এখন জীবনের সন্ধিক্ষণে তার মনে পরিবর্তন এসেছে। তাই যাজকদের জীবন দেখে যেন কেউ বিঘ্ন না পায় বা বিভ্রান্ত না হয়॥

হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রের আলোকে খ্রিস্টের যাজকত্ব

ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা

"প্রতিটি মহাযাজক মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত হন এবং তিনি ঈশ্বরের সেবাকার্যে মানুষের প্রতিনিধি-রূপেই নিযুক্ত হয়ে থাকেন, যাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি অর্ঘ্য ও বলি নিবেদন করতে পারেন। যারা অজ্ঞ, যারা পথভ্রান্ত তিনি তাদের সঙ্গে স্বভাবতই কোমল ব্যবহার করেন কারণ তিনি নিজেও যে নানা দুর্বলতায় আচ্ছন্ন আর সেই দুর্বলতার জন্যেই তাঁকে সকলের জন্যে যেমন, নিজের জন্যেও তেমনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলি উৎসর্গ করতে হয় *(হিব্রু ৫:১-৩)*।" একজন যাজক খ্রিস্টপ্রসাদ অন্যদের জন্যে আনে কিন্তু সে নিজে তা গ্রহণ করতে সকলের মত অযোগ্য। যে যিশুর নামে অন্যদের পাপ ক্ষমা করে, কিন্তু সে নিজে পাপী ও নিজে পাপস্বীকার করে। সে অন্যদের উপদেশ দেয় কিন্তু সে জানে সে তার উপদেশ তাকেও শুনতে হবে *(হিব্রু ৫:২)*। হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রে আমরা যাজকত্ব সম্পর্কে এত বেশি গভীর স্পষ্ট ধারণা পাই যা আলোচনা না করলে আমরা যাজকত্বের সত্যিকারের অর্থ অনেকেই খুঁজে পাব না। খ্রিস্টের যাজকত্বে আমরা অংশীদার। তাই হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্র অনুসারে খ্রিস্টের মাহাত্ম্য যা সব কিছুর পূর্ণতা দান করেছে এবং পাশাপাশি খ্রিস্টের যাজকত্ব যা আমাদের সকলের হয়ে একটিমাত্র উৎসর্গের মধ্যদিয়ে আত্ম-বলিদানকে পূর্ণ করেছে।

হিব্রুদের পত্রানুসারে খ্রিস্টের যাজকত্ব

হিব্রুদের পত্রানুসারে পুরাতন নিয়মের যাজক সম্পর্কে আলোচনায় দেখি প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্বের সূচনা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান-রীতির দ্বার সম্পাদিত হত। যাজকত্বের চূড়ান্ত পর্যায় হল মহাযাজক যাদের মধ্যে যাজকত্বের প্রতিনিধিমূলক পবিত্রতা সংগৃহীত হয়। কেননা শুধু যাজকগণই যাজকীয় অভিষেক লাভ করত *(লেবী ২১:১০)*। যিশু কখনও নিজেকে যাজক বা মহাযাজক বলেননি কিংবা মঙ্গলসমাচার লেখকগণও একথা লেখেননি। কিন্তু যিশুর মধ্যেই লেবীয় যাজকত্বের চূড়ান্তরূপ ও পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়। এই সত্য উপলব্ধি করেই *হিব্রুদের কাছে পত্রে ৯:১১-১৪; ১০:১-৮* পদে লেখা হয় -'যিশুই সেই মহাযাজক, যিনি বৎসরে একবার এবং চিরকালের মতো সেই স্বর্গীয় পুণ্য মন্দিরে প্রবেশ করেছেন; এবং নিজের রক্ত দিয়ে সকলের জন্য অর্জন করেছেন পাপের ক্ষমা ও পবিত্রতা।' যিশু *"পূর্ণ অর্থেই মহাযাজক" (৫:১-১০)* এর মধ্যদিয়ে একটি প্রধান যাজকীয় কর্মদায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছে: যাজক মানুষের হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যজ্ঞ উৎসর্গ করেন। যাজক নিজেও মানুষ, অন্য সকলের মত দুর্বল-দুঃখ-পীড়িত মানুষ। স্বভাবগত টানেই দুঃখী দুর্বল মানুষের সমব্যথী হন তিনি। সেদিক থেকেও প্রভু যিশুর যাজকত্ব অনন্যভাবেই স্বার্থক এক আশ্চর্য প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞ উৎসর্গ করেছেন তিনি, ক্রুশেই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। নিজে নিস্পাপ থেকেও মানুষের সব দুঃখ দুর্বলতা ভোগ করেছেন তিনি, এমনকি আমাদের সমস্ত পাপের বোঝাও নিজেই বহন করেছেন। মহাযাজক যিশু পরম পূর্ণতা (Perfection) লাভ করেছেন *(৫:৯)*। অর্থাৎ নৈতিক পূর্ণতা: ত্রুটিহীন আনুগত্য দেখিয়ে পরম পিতার ইচ্ছা মতোই তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য যন্ত্রণাময় মৃত্যুবরণ করেছেন। যাজকীয় পূর্ণতা: এমন মহৎ আত্মনিবেদনে তিনি আমাদের মুক্তিদাতা হয়ে উঠেছেন। মহিমার পূর্ণতা: তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, স্বর্গলোকে তাঁর ঈশ্বরীয় মহিমা।

মেলখিসেদেকের যাজকত্ব ও খ্রিস্টের যাজকত্ব

হিব্রু ৭: ১-৩ অনুসারে, "মেলখিসেদেকের নামের অর্থ করতে গেলে প্রথমত তিনি হলেন ধর্মরাজ। তাছাড়া তিনি আবার সালেমের (জেরুসালেম) রাজা অর্থাৎ শান্তিরাজ। তাঁর যেন পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকা নেই। না আছে তাঁর জীবনের আরম্ভ, না আছে পরমায়ুর শেষ। ঈশ্বরপুত্রেরই মতো তিনি; তিনি যাজক হয়ে থাকেন চিরকালেরই মতো।" এছাড়াও *আদি ১৪:১৭-২০ পদে* তাঁর সম্পর্কে জানতে পারি। আমরা দেখি যে ইস্রায়েল জাতির কুলপতিদের জীবন কাহিনী বলার সময় বাইবেলে প্রতিবারেই তাঁদের পিতা ও তাঁদের বংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষে তাঁদের মৃত্যুর কথাও বলা হয়েছে। মেলখিসেদেকের বেলায় কিন্তু ওসব বৃত্তান্ত বাদ দেয়া হয়েছে। এমনভাবেই মেলখিসেদেকের প্রসঙ্গ হঠাৎ আনা হয়েছে এবং হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেন তিনি জন্মবিহীন মৃত্যুবিহীন এক মানুষ, যেন তাঁর রাজকত্ব ও যাজকত্ব চিরকালীন। বাইবেলের এই নীরবতার সুযোগ নিয়ে এই ধর্মপত্রটির লেখক বলেছেন, মেলখিসেদেক যেন প্রভু যিশুর পূর্বচ্ছবি: মানুষ হিসেবে যিশুর তো পিতা নেই, ঈশ্বর হিসেবে জননীও নেই। আর তেমনি ঈশ্বর হিসেবে তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, বংশ বলে কিছুই নেই। তাছাড়া তাঁর যাজকত্ব বংশগত ব্যাপার নয় আর সেই যাজকত্ব চিরকালীন।

মহাযাজক হিসেবে মেলখিসেদেকের মাহাত্ম্য

হিব্রু ৭:৪-১০;১৫-১৭ অনুসারে দেখি যে, কেউ যদি কাউকে আশীর্বাদ করেন এবং আশীর্বাদপ্রার্থীর সম্পত্তির দশ ভাগ প্রণামী হিসেবে পান তবে তাতেই বুঝতে হবে, তিনি তার চেয়ে বড়। এ যুক্তি তুলেই লেখক দেখিয়েছেন যে, আব্রাহামের চেয়ে মেলখিসেদেকের সম্মান নিশ্চয় বেশি, এমনকি আব্রাহামের বংশধর লেবীয়দের চেয়েও তাঁর যাজকীয় মর্যাদা বেশি। "অথচ এই মেলখিসেদেক, যিনি লেবী-বংশের কেউই ছিলেন না, তিনিই কিনা সেদিন আব্রাহামের কাছ থেকে সেই দশ ভাগের এক ভাগ প্রণামী পেয়েছিলেন এবং ঐশ প্রতিশ্রুতি-ধন্য আব্রাহামকে আশীর্বাদও করেছিলেন *(হিব্রু ৭:৬)*।" *হিব্রু ৭:১১-১৪ সামসঙ্গীতে* ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে, অন্য এক যাজকীয় রীতি *(সাম ১১০:৪)* লেবীয় রীতিনীতিকে ছাড়িয়ে যাবে। ভাবী খ্রিস্ট হবেন মেলখিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক। সে কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাহলে খ্রিস্টের যাজকত্ব নিশ্চয় লেবীয়দের চেয়ে শ্রেয় যাজকত্ব।

খ্রিস্টের যাজকত্ব মেলখিসেদেকের যাজকত্বের শ্রেয়তরতা

হিব্রু ৭: ১৫- ১৯ অনুসারে, দেহগত জন্মদান তথা বংশ দিয়ে মেলখিসেদেকের যাজকত্ব জন্ম নেয়নি বরং অনন্ত চিরকালীন জীবনের ক্ষমতা গুণে। যিশু যুদা বংশের মানুষ, লেবি বংশের নন। তাতেই বোঝা যায়, তাঁর যাজকত্ব বংশগত নয় নিতান্ত স্বতন্ত্র যাজকত্ব। লেবীয়রা যাজক হতেন বংশগত অধিকারে। খ্রিস্টের যাজকত্ব লেবীয় যাজকত্বের চেয়ে যে শ্রেয়, তার একটি প্রমান ঈশ্বর নিজেই শপথ করে বলে রেখেছেন, খ্রিস্ট চিরকালের মতই মহাযাজক। এই শপথের মর্যাদা যতখানি, নবসন্ধি ও ততখানি শ্রেয়তর ও মহত্তর। খ্রিস্ট নিজেই নিজেকে মহাযাজক হবার গৌরবে ভূষিত করেননি; করেছেন তিনিই, যিনি তাঁকে বলেছিলেন: "তুমি আমার পুত্র; আমিই আজ তোমাকে জন্ম দিয়েছি!" আমার আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন: "যাজক তুমি চিরকালের মতো, মেলখিসেদেকের রীতি অনুসারে *(হিব্রু ৫:৫-৬)*।" মেলখিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মতো মহাযাজক হবার পর স্বয়ং যিশু আমাদের হয়ে, আমাদের অগ্রগামী হয়ে প্রবেশ করেছেন *(হিব্রু ৬:২০)*। মহাযাজক ছাড়া আর কেউ পরম পুণ্য স্থানে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যেতে পারত না। আমাদের মহাযাজক যিশু তেমনি "আড়াল-পর্দাটির ওপাশে" স্বর্গলোকে সেই পরম পুণ্য স্থানে গিয়ে সেখানেই তাঁর যাজকত্ব সম্পূর্ণ স্বার্থক করে তুলেছেন। যিশুকে যিনি তখন বলেছিলেন: "প্রভু শপথ করেই বলেছেন-আর এই শপথের পরিবর্তন হবে না কোনদিন: যাজক তুমি চিরকালেরই মতো।" ... যিশু নিজেই যে সন্ধির প্রতিভূ, সেই সন্ধি কতই না শ্রেয়তর *(হিব্রু ৭:২১-২২)*। "যিশু

যেহেতু চিরজীবী, তাঁর যাজকত্বও চিরস্থায়ী। আর তাই যারা তাঁরই মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের কাছে যায়, চিরকালের মতোই তিনি তাদের পরিত্রাণ করার ক্ষমতা রাখেন; কারণ তাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাবার জন্যে তিনি যে নিত্যই রয়েছেন *(হিব্রু ৭:২৪)*।"

খ্রিস্টের আত্মনিবেদনের যাজকত্ব: "তিনি একজন অন্যরকম যাজক, আর তাঁকে বলা হতো তিনি তো একজন সেই ধর্মের প্রেরিতদূত ও মহাযাজক *(হিব্রু ৩:১)*। তিনি মানুষের হয়ে মানুষের জন্য বহু বলি উৎসর্গ করতে প্রেরিত হননি, কারণ তিনি নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। খ্রিস্ট নিজেই হলেন চিরকালীন যাজক। যিশু একবার মাত্র নিজেকে উৎসর্গ করেই সকল মানুষের জন্যে অর্জন করে গেছেন এক শাশ্বত পরিত্রাণ। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি যে, খ্রিস্টযাগ আলাদা কোন যজ্ঞ নয়; বরং যিশুর সেই একই আত্মোৎসর্গ। আমরা খ্রিস্টানগণ এই যে খ্রিস্ট মহাযাজককে পেয়েছি তিনি স্বর্গ-মহামন্দিরে আছেন। সেখানে উৎসর্গ করার মত নিজস্ব অর্ঘ্যও তাঁর আছে। এই অর্ঘ্য ইহুদী যাজকদের নিবেদন করা অর্ঘ্য নয়। প্রাক্তন সন্ধি ব্যর্থ হয়েছে। তাই পরমেশ্বর ঘোষণা করেছেন এক নতুন সন্ধির যুগ আসছে- বাহ্যিক বিধিবিধানের যুগ নয়, প্রকৃত আন্তরিক, আধ্যাত্মিক ধর্মেরই যুগ, প্রকৃত পরিত্রাণেরই যুগ- খ্রিস্টীয় যুগ।

খ্রিস্টের যাজকত্বে আমাদের অংশগ্রহণ

খ্রিস্ট নিজেই যাজকত্বের প্রতিষ্ঠাতা। শেষ ভোজে বসে যিশু যখন খ্রিস্টযাগ প্রতিষ্ঠা করলেন তখন থেকেই খ্রিস্টীয় যাজকত্বের শুরু, "তিনি হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন; তারপর তা শিষ্যদের দিতে দিতে তিনি বললেন, "এ আমার দেহ; তোমাদের জন্য যা সমর্পিত হবে, তোমরা আমার স্মরণে এই অনুষ্ঠান করবে *(লুক ২২:১৯)*।" খ্রিস্ট নিজে একজন প্রকৃত যাজক হয়ে তা করে গেছেন এবং শিষ্যদেরও তা করতে নির্দেশ করেছেন। খ্রিস্ট তাঁর প্রেরিতদূতদের উত্তরাধিকারী ধর্মপালদেরকে অভিষিক্ত ও প্রেরণ কর্মের অংশীদার করেছেন। আর ধর্মপালগণ নিজ দায়িত্ববলে মণ্ডলীর বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন পর্যায়ে সেবাকর্মের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। এভাবে মণ্ডলীর প্রথম যুগ থেকে খ্রিস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাণ্ডলিক সেবাকর্ম বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে ধর্মপাল, যাজক ও পরিসেবকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে আসছে।" যাজকগণ খ্রিস্টের হয়ে তাঁর রহস্য ঘোষণা করে। তাই যাজক হলেন 'অপর খ্রিস্ট'। *(যাজকগণের গঠন পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭)* কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় খ্রিস্টের যাজকত্ব সম্বন্ধে বলা হয়- "প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্বের সকল পূর্বাভাসই পূর্ণতা লাভ করে খ্রিস্টযিশুতে। খ্রিস্টের ঐতিহ্য 'পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক' যা সেই মেলখিসেদেককে খ্রিস্টের যাজকত্বের পূর্বাভাস বলে অভিহিত করা করে, যিনি মেলকিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক' *(হিব্রু ৫:১০ এবং আদিপুস্তক ১৪:১৮)*।

খ্রিস্টবিশ্বাসীর যাজকত্ব

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তাদের নিজ নিজ আহ্বান অনুসারে দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে খ্রিস্টের যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় মিশনারী দায়িত্বের অনুশীলন করে। বিশপদের, যাজকদের ও সেবাদানকারীর শ্রেণি বিন্যাসগত যাজকত্ব এবং বিশ্বাসীদের সাধারণ যাজকত্ব, প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খ্রিস্টের একক যাজকত্বে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই যাজকত্বের লক্ষ্য হল সকল খ্রিস্টভক্তের মধ্যে দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত অনুগ্রহের বিকাশ সাধন করা। এছাড়াও প্রতিটি খ্রিস্টভক্তের জীবনে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যাজকের ভূমিকা ও অবদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি খ্রিস্টীয় সমাজেই যাজকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যাজকবিহীন কোন খ্রিস্টীয় সমাজ বা স্থানীয় মণ্ডলীর কথা চিন্তাও করা যায় না। মণ্ডলীর প্রয়োজনে একদিন যে যাজকত্বের সূচনা হয়েছিল তা অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি স্বমহিমায় ও স্বগৌরবে ভাস্বর এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে বলে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। মণ্ডলী যে "সমস্ত ঐশ জনগণের সমন্বয়ে গঠিত"- এ বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা স্বীকার করে নেয় যে, দীক্ষাস্নাত সকল ব্যক্তিই খ্রিস্টের একক যাজকত্বে অংশগ্রহণ করে (খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান, ধারা-১১)। খ্রিস্টভক্তদের সাধারণ যাজকত্ব আর পুরোহিতদের যাজকত্ব-এ দুইয়ের মধ্যে শুধু মর্যাদাগত নয় বরং প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উভয় যাজকত্বই নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খ্রিস্টের অভিন্ন যাজকত্বের অংশভাগী (খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান, ধারা-১০)।

অভিষিক্ত যাজক: অভিষিক্ত যাজক যিনি মাণ্ডলিক সেবাকাজে, খ্রিস্ট নিজেই তাঁর মণ্ডলীতে দেহের মস্তক, মেষের পালক, মুক্তিদায়ী যজ্ঞবলির মহাযাজক ও সত্যের শিক্ষাগুরু রূপে বিদ্যমান। সেই একই যাজক, খ্রিস্টযিশুকে তাঁর পুণ্য ব্যক্তিকে, তাঁর সেবাকর্মী যাজক সত্যিকারভাবে প্রতিনিধি করেন। সেবাকর্মী, প্রাপ্ত যাজকীয় অভিষেকের গুণে সত্যিকারের মহাযাজকেরই সাদৃশ্য হয়ে উঠেন এবং খ্রিস্টের আপন ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা ও স্থানে কাজ করার অধিকার লাভ করেন। সকল যাজকত্বের উৎস হলেন খ্রিস্ট। তারা প্রভু যিশুর যাজকত্বেরই অংশীদার। তারা যিশুর নামে, যিশুর জন্য, যিশুর সঙ্গে ও যিশুর মাধ্যমেই তাদের যাজকীয় কর্ম সম্পাদন করেন। কৌমার্য, বাধ্যতা ও দারিদ্রতার ব্রত নিয়ে তারা স্থানীয় বিশপের অধীনে থেকে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিবেদন করেন। প্রেরিত শিষ্যদের উত্তরাধীকারী হিসেবে বিশপগণ মণ্ডলীতে শিক্ষাদানের কাজে ও পালকীয় সেবায় নিযুক্ত। তাদের মস্তক রোমের বিশপের সাথে সংযুক্ত থেকে বিশপগণ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও একতাবদ্ধ (খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান, ধারা-২৩)। যাজকগণ বিশপদের যাজকত্বে অংশগ্রহণ করে (খ্রীষ্ট মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান, ধারা-২৮)। যাজকগণ তাদের বিশপের সাথে যাজকীয় মর্যাদায় সংযুক্ত। তারা বিশপের সহকর্মী হিসেবে তার সাথে এক ঘনিষ্ট মিলনে আবদ্ধ। পুণ্য পদাভিষেক সংস্কারের আরেকটি ধাপ/পদ হল ডিকন পদ। এ মহাসভা স্থায়ী ডিকন পদ চালুর ব্যাপারে সুপারিশ করে। যেহেতু খ্রিস্টের যাজকত্ব রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক এই তিন সেবাকর্মকে অন্তর্ভূক্ত করে তাই মণ্ডলীর অভিষিক্ত যাজকগণই তাদের সংস্কারীয় ও উপাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি খ্রিস্টের প্রাবক্তিক, রাজকীয় যাজকত্বে অংশগ্রহণ করে (যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন, ধারা: ২-৬)।

মণ্ডলীর শিক্ষায় যাজকত্ব

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বইয়ে যাজকত্ব যে সেবাকর্মী কাজ এ সম্বন্ধে দেখতে পাই - "খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রার্থনা ও নৈবেদ্য থেকে মণ্ডলীর মস্তক খ্রিস্টের প্রার্থনা ও নৈবেদ্য বিচ্ছিন্ন করা যায় না; খ্রিস্ট সর্বদাই মণ্ডলীতে ও মণ্ডলীর সঙ্গে উপাসনা করেন। খ্রিস্টের দেহ অর্থাৎ সমগ্র মণ্ডলী প্রার্থনা করে ও নিজেকে অর্পণ করে- 'তাঁর দ্বারা, তাঁরই সঙ্গে, তাঁরই মধ্যে' পবিত্র আত্মার সংযোগে পিতা ঈশ্বরের সমীপে'। মস্তক ও অঙ্গ, গোটা দেহেই প্রার্থনা করে ও নিজেকে অর্পণ করে; সুতরাং যারা এই দেহের সেবাকর্মী তারা শুরু খ্রিস্টের সেবাকর্মী নয়, বরং সমগ্র মণ্ডলীরও সেবাকর্মী। এর কারণ হল, সেবাকর্মী-যাজকত্ব খ্রিস্টের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মণ্ডলীরও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।"

হিব্রুদের পত্রানুসারে আমাদের অংশগ্রহণ

হিব্রু ১০:১৯-২৫ পদ অনুসারে, আমাদের ভরসা হল যিশুর রক্তগুণে আমরা যে স্বর্গলোকের সেই পুণ্যস্থানে প্রবেশ করতে পারবো। আমরা তো মহীয়ান এমন এক যাজককে অর্থাৎ খ্রিস্টকে পেয়েছি, যাঁর হাতে রয়েছে ঈশ্বরের আপন বংশের সকলেরই দায়িত্বভার। তাই আমাদের অকপট হৃদয় নিয়ে, পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা আমাদের দোষী বিবেকের কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে এক অন্তর নিয়ে, নির্মল জলে শুচিস্নাত এক দেহ নিয়ে খ্রিস্টের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সকল প্রত্যাশা তা যেন অটল অবিচল হয়েই সকলেন সামনে স্বীকার করি কারণ খ্রিস্ট সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি নিজেই পরম বিশ্বস্ত। আমরা যেন একে অন্যের কথা ভাবি: কিভাবে একে অন্যকে ভ্রাতৃপ্রেম ও সৎকর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি, যেন সদা তাঁরই পথ খুঁজি। আমরা যেন মণ্ডলী থেকে দূরে না থাকি যেন অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে একে অন্যকে উৎসাহিত করি- বিশেষত এই জন্যে যে, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, প্রভুর সেই

দিনটি এখন এগিয়ে আসছে।

জুবিলী বাইবেলের ঐশতাত্ত্বিক শব্দকোষে যাজকত্বের একটি অর্থপূর্ণ বর্ণনায় বলা হয়েছে "প্রাক্তন সন্ধিতে যাজকত্বের তিনটি দিক উপস্থাপিত: যাজক হল ঈশ্বরের গৃহের মানুষ, সে পরাৎপরের কাছে এগিয়ে যেতে অধিকার প্রাপ্ত *(যাত্রা ১৮;৪৩; ২৯:৩০, গণনা ১৮: ১-৭);* যাজক ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করে ও তাঁর সিদ্ধান্ত ও বিধি নিয়ম ঘোষণা করে *(দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩: ৮; লেবীয় ১০:১১; মালাখি ২:৭)* যাজক যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে (লেবীয় ১:৪, ৯) প্রভৃতি। প্রাক্তনসন্ধির যাজকত্ব নবসন্ধিতে আর স্থান পায় না, কেবল যিশু ও খ্রিস্টীয় জনগণই 'যাজক' বলে অভিহিত *(হিব্রু ৫:৬; ৭:১৬; ১০:২১ প্রত্যা. ১:৬; ৫:১০)*। মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ নবসন্ধিতে প্রবীণ বলে অভিহিত। রাজতন্ত্রের যুগে রাজাই পুরোহিতের ভূমিকা পালন করতেন এবং পশুবলি, উৎসর্গ ও আশীর্বাদ দিতেন *(১ সামুয়েল ১: ৩৯; ২য় সামূ ৩: ১৩-১৭)*। "কিন্তু যিশু যেহেতু চিরজীবী, তাঁর যাজকত্বও চিরস্থায়ী। তাই, যারা তারই মধ্যেদিয়ে পরমেশ্বরের কাছে যায়, চিরকালের মতোই তিনি তাদের পরিত্রাণ করার ক্ষমতা রাখেন; কারণ পরমেশ্বরের কাছে তাদেরই হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি যে নিত্যই রয়েছেন *(হিব্রু ৭: ২৪-২৫)*।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১) ডি'রোজারিও, ফাদার তপন: 'প্রাচীন সভ্যতায় ও পবিত্র বাইবেলে যাজক ও যাজকত্ব'। *প্রদীপন*, ঢাকা, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ৪র্থ সংখ্যা, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৪৯।

২) কস্তা, দিলীপ এস.: 'খ্রীষ্টমণ্ডলীতে যাজকত্ব: একটি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও বিশ্লেষণ'। *দীপ্ত সাক্ষ্য*, ঢাকা, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ২০০৯, পৃষ্ঠা ২৯-৩৮।

৩) সীমা, ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ ও ফাদার বার্ণার্ড পালমা (সম্পাদিত): *দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ*। ঢাকা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ১৯৯০।

৪) ডি'রোজারিও, বিশপ প্যাট্রিক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ (অনুদিত): *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্ম শিক্ষা*। ঢাকা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০০০।

৫) পিউরীফিকেশন, ব্রাদার সত্য সিএসসি: 'মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় যাজকীয় জীবন', প্রতীতি, ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রামপুরা, পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহ, ২০১০, পৃষ্ঠা: ৫৮-৬২।

৬) কস্তা, ব্রাদার রিংক হিউবার্ট সিএসসি: 'খ্রীষ্টমণ্ডলী গঠনে যাজক', প্রতীতি, ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রামপুরা, পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহ, ২০১০, পৃষ্ঠা: ৪৭-৪৯।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায় সজল এবং খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো, এসজে., মঙ্গলবার্তা বাইবেল, নবসন্ধি, কলকাতা, জেভিয়ার প্রকাশনী, ২০০৩।

৮) FOSTER, Richard J., Christ Priesthood and Liturgy, Thoughts from the Epistle to the Hebrews, Alcester, C. Goodliffe Neale, 1973.

৯) VANHOYE, Albert., A Different Priest. The Epistle to the Hebrews, Bangalore, Theological Publications in India, 2013.

১০) LIGHTFOOT, Neil R., Everyone's Guide to Hebrews. Michigan, Baker Books, 2002.

১১) JEWETT, Robert., Letter to Pilgrims, A Commentary on the Epistle to the Hebrews. New York, The Pilgrim Press, 1981. ❑

ভাটারা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক ঐশ করুণা যীশুর পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

শ্রদ্ধাভাজন সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২১ এপ্রিল, রোজ শুক্রবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ,** সকাল ৯টায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভাটারা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক **ঐশ করুণা যীশুর পর্ব** সমারোহে পালন করা হবে। "ঐশ করুণা লাভের চেয়ে মানুষের অন্য কিছুর বেশি প্রয়োজন নেই" - সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল। "ঐশ করুণার আধার যীশুর প্রতি অনবরত প্রার্থনা কর" - কলকাতার সাধ্বী তেরেজা। ঐশ করুণা যীশুর প্রতি ভরসা রেখে ভাটারা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক ঐশ করুণা যীশুর পার্বণে একত্রিত হওয়ার জন্য সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে **এপ্রিল ১২-২০, ২০২৩** খ্রিস্টাব্দ নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ চলবে।

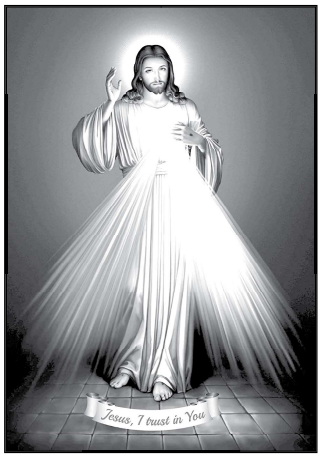

পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ৫০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র।
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

শুভেচ্ছান্তে

ফাদার শীতল টি কস্তা
পাল-পুরোহিত, ভাটারা ধর্মপল্লী,
সাঈদনগর, নতুনবাজার, ঢাকা

যোগাযোগ :
০১৩০১০৮৫৭১৩, ০১৭৭৮১৮০৮৬৫

ঐশ করুণা যীশুর নভেনার খ্রিস্টযাগ
এপ্রিল ১২ -২০, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সন্ধ্যা: ৬টা

ঐশ করুণা যীশুর পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
এপ্রিল ২১, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সকাল: ৯টা

ভাটারা ধর্মপল্লীতে আসার জন্য: ঢাকা নতুন বাজার থেকে ১০০ ফিট রাস্তায় সাঈদনগর, গ্যারেজ গলি, Top Gear এর বিপরীতে।

বিজ্ঞ/১৭/২৩

কষ্টভোগী সেবক যিশুর সাথে একাত্ম হওয়া

পুণ্য শুক্রবারের অনুধ্যান

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

কি বার্তা দিয়ে যায় গুড ফ্রাইডে?

খ্রিস্টের যাতনা ও মৃত্যু সম্পর্কে আমার চেতনা ও উপলব্ধি কতটুকু? পুণ্য শুক্রবার কেন স্মরণীয়? কালভেরীতে যিশু ক্রুশে বলিকৃত হন। যিশু মরণ-যন্ত্রণার হাতে সমর্পণ করে-মানব জাতির প্রতি ভালোবাসা দেখালেন। যিশু আমাদের দুঃখের বোঝা বহন করেছেন। তবে কেন আমার বলি গুড ফ্রাইডে (Good Friday) – why good. দিনটি ভাল কেন? আজকের শাস্ত্রবাণীতে ক্রুশময় জীবন ও ক্রুশের প্রতি আমাদের দৃষ্টির কথা ব্যক্ত হয়েছে। পুণ্য শুক্রবারে আমরা আমাদের চিন্তা মনোযোগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব যিশুর কষ্টভোগের, যিশুর বেদনার ও খ্রিস্টের ক্রুশের দিকে। আজকের ঐশবাণীতে বিষাদময় করুণ সুর অনুভব করি। "সেদিন যারা আমাকে মারছিল, পিঠ পেতে দিয়েছি আমি। লাঞ্ছনা আর থুতু দেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি" *(ইসাইয়া ৫০:৬)*। "অথচ তিনি আমাদেরই জন্য যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট। তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়- অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র/বিদ্ধ; হয়েছেন। আমাদের অপরাধের জন্যই তিনি চুর্ণবিচুর্ণ/দলিত হয়েছেন *(ইসাইয়া ৫৩:৪-৫)*। "সেই খ্রিস্ট তীব্র আর্তনাদ করতে করতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রার্থনা ও মিনতি জানিয়েছিলেন তাঁরই কাছে *(হিব্রু ৫:৭)*।"

প্রভুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু স্মরণ দিবস পুণ্য শুক্রবারে ৩টি শাস্ত্রবাণী ও ক্রুশের উপর যিশুর **৭টি বাণী** আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি।

ক্রুশের উপর যিশুর ৭টি বাণী:

১। "পিতা, ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করেছে, ওরা তা জানে না *(লুক ২৩:৩৪)*।"

২। "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে *(লুক ২৩:৪৩)*।"

৩। "মা, ওই দেখ, তোমার ছেলে! শিষ্যটিকে বললেন, ওই দেখ, তোমার মা! *(যোহন ১৯:২৬)*।"

৪। "এলি এলি লেমা সাবাখথানি! অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ? *(মথি ২৭:৪৬)*।"

৫। "আমার পিপাসা পেয়েছে! *(যোহন ১৯:২৮)*।"

৬। "সমস্তই সমাপ্ত হল! *(যোহন ১৯:২৮)*।"

৭। "পিতা, তোমারই হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম! *(লুক ২৩:৪৬)*।"

ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান: "আমার পিপাসা পেয়েছে! *(যোহন ১৯:২৮)"*

যিশুর কথা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করুক। যিশু কেন তৃষ্ণার্ত? যিশু পিপাসিত মানুষকে ভালোবাসার জন্য। খ্রিস্টের সেবা হচ্ছে অন্তরে বলিকৃত হওয়া এবং অপরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা। দীনতম ভাই-বোনদেরকে হৃদয়ে অন্তরে ও মনে বহন করা। খ্রিস্টের এই জীবন বিসর্জনকারী সেবার নীতি বিশ্বাসীভক্ত হিসেবে জীবনে বাস্তবায়ন করা দরকার। সাধ্বী মাদার তেরেজার মিশনারীস অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ের প্রতিটি চ্যাপেলে যিশুর বাণী টাঙ্গানো থাকে- "I trust". মাদার তেরেজা দরিদ্র অবহেলিত কুষ্ঠরোগী ও রাস্তাঘাটে মরণাপন্নদের সেবা করার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টীয় ভালোবাসা ও সেবার আদর্শ রেখে গেছেন। আমরাও কী গরীব, বিধবা, শিশুদের অসুস্থদের প্রতি দরদবোধ নিয়ে ভালোবাসাপূর্ণ সেবা দেই? আত্ম পরীক্ষা করি: আমরা কিসের জন্য পিপাসিত? মানুষকে ভালোবাসা ও সেবার জন্য কী পিপাসিত? পীড়িতদের সেবা করতে আমরা কি অঙ্গীকারাবদ্ধ? ভাই মানুষের সেবার তরে, আমি আপনি কি নিজেকে রিক্ত করে, আত্মত্যাগে জীবন বিসর্জন দেই? যিশু পিপাসিত ন্যায্যতার জন্য। আমি আপনি কী মানব উন্নয়ন, ন্যায্যতার জন্য কাজ করি? মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করি? আমরা কী ন্যায্যতা প্রচারে নিজেদের উৎসর্গ করব? যিশুর মত আমরা কী অন্যায় কাঠামোর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারি না!

"এই যে তোমাদের রাজা!" *(যোহন ১৯:১৪)*: বর্তমান জগতের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত

"তখন প্রায় বেলা বারটা। পিলাত ইহুদীদের বললেন: "এই যে তোমাদের রাজা!" তারা চিৎকার করে বলতে লাগল: "ওকে শেষ করে দেন! *(যোহন ১৯:১৪-১৫)*।" "এই যে তোমাদের রাজা!" এই শাস্ত্রবাণী আমাদের জীবনে কতটুকু সম্পৃক্ত? নিজেদের স্বার্থ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে নেতারা যিশুর মৃত্যু দণ্ড বাদী করলো। অন্যায় বিচারে নির্দোষ মানুষ শাস্তি ভোগ করছে। আজকের সমাজেও প্রতিদিন মানুষের স্বার্থের ও লোভের কাছে বিবেক পরাজিত হচ্ছে। "এই যে তোমাদের রাজা!" তারা চিৎকার করে বলতে লাগল: "ওকে শেষ করে দেন!" এই শাস্ত্র বাণী স্মরণ করিয়ে দেয় অসহায় মানুষ, শরণার্থী, উদ্বাস্তু ও ভাসমান নির্যাতিত কষ্টভোগী ভাই-বোনদের কথা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য পৃথিবীকে করেছে চমকিত, বিস্মিত ও পুলকিত। সেই যুগের মানুষ হয়ে আমরা কেন মানব জীবনের চরমতম অবমাননা করছি? সঠিক মূল্যবোধ বাছাই করতে ঠকে যাচ্ছি বা বঞ্চিত হচ্ছি। আমিও কি স্বার্থের জন্য অনেকবার অন্যের ক্ষতি করিনি? "এই যে তোমাদের রাজা!" পিলাতের কথা দরিদ্রদের প্রতি প্রেমপূর্ণ মনোযোগ, দরিদ্র, দুর্দশা-ক্লিষ্ট ও নির্যাতিত জনগণকে অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে অন্তভুক্ত করে। দীন-দরিদ্রদের আর্তনাদ দিন দিন হৃদয়বিদারক হয়ে উঠছে। মানুষ যেন হয়ে যাচ্ছে ভোগ্যপণ্য, যাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, প্রয়োজন শেষ হলে ফেলে দেওয়া হয়। "আমরা দূরে ফেলে দেওয়া" এর এক সংস্কৃতি গড়ে তুলছি। আমাদের ছুঁড়ে ফেলার দেয়ার সংস্কৃতির বিরুদেধ প্রতিবাদ/লড়াই করতে হবে। যারা ক্রমাগত বেশি করে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত অপরিহার্য। কেননা তাদের মধ্যেই আমরা কষ্টভোগী খ্রিস্টের পরিচয় পাওয়ার জন্য আহূত। বিভিন্ন ধরনের অসহায় মানুষের কথা মনে হলে আমি সব সময় দারুণ কষ্ট অনুভব করি। আমরা সবাই যদি অসহায় সেই চিৎকার শুনতে পেতাম: তারা চিৎকার করে বলতে লাগল: "ওকে শেষ করে দেন! *(যোহন ১৯:১৪-১৫)*।" আমি কি অন্যায় ও অধর্মের কাছে হার মানি? ন্যায্যতা আজ পদদলিত। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির ও অন্যায্যতার জয় জয়াকার। তাই দেশে যেন এখন দুষ্টের শাসন এবং শিষ্টের দমন চলছে। প্রতিশোধ নেওয়া যেন আজ মানুষের নিত্য দিনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ন্যায় অন্যায়ের কাছে অবরুদ্ধ, মানবতা বর্বরতার কাছে অবরুদ্ধ, সততা অসততার কাছে অবরুদ্ধ। ব্যবসা বানিজ্যে সাধারণ ক্রেতারা পাইকারদের কাছে অবরুদ্ধ। পাইকারেরা মজুতদারের কাছে অবরুদ্ধ। কৃষকেরা মহাজনদের কাছে অবরুদ্ধ। খুদে ঋণগ্রহীতারা এনজিওগুলোর কাছে অবরুদ্ধ। সেবাপ্রার্থীরা সেবাদানকারীদের কাছে অবরুদ্ধ।

যোহন রচিত প্রভু যিশুর যাতনাভোগ কাহিনী: যুদাসের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

"নিস্তার ভোজের পরে যিশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কেদ্রোন গিরিখাদের ওপারে একটি বাগান যেটা বিশ্বাস ঘাতক যুদারও পরিচিত ছিল। ... সেখানে তখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুদাসও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন *(যোহন ১৮:২,৫)*।" অনৈতিক কার্যকলাপ আমাদের সমাজ জীবনকে আতঙ্কিত ও বিপর্যস্ত করে চলেছে। আজকাল আমরা মানুষ অধিকাংশ যুদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। যুদাসের জীবন থেকে শিখতে পারি: প্রতারণা মিথ্যা এবং চৌর্যবৃত্তির মত অসৎ কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করব না। মন্দত্বের স্রোতে নিজেকে নিমজ্জিত করব না। নৈতিক জীবনের প্রতি অনুরাগী হবো। কতবার আমরা অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি? কতবার আমরা অন্যের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হয়েছি?

ফিরে এসো ক্রুশ তলে: ক্রুশের মাহাত্ম্য ও চেতনা

ঈশ্বর ও মানুষে (Vertical) এবং মানুষ ও মানুষের (Horizontal) ভালোবাসার মিলন হলো (**+**) ক্রুশ। এক সাথে পথ চলি- মিলন সমাজ গড়ে তুলি। মানুষে মানুষে মিলন মানে প্রান্তিক/পিছিয়ে পড়া, বাস্তুচ্যুত ও ক্ষুদ্র-নৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠির সাথে পথ চলা। বিভিন্ন ধরনের অসহায় মানুষের কথা ভেবে আমরা কি দারুণ কষ্ট অনুভব করি? ক্রুশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কষ্টভোগী সেবক যিশুর সাথে একাত্ব হতে। আমাদের যাত্রা যিশুর সঙ্গে কালভেরীর দিকে যাত্রা। নিজেকে রিক্ত করে ক্রুশে ঝুলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। যিশু যদি ক্রুশে মৃত্যুবরণ না করতেন আমরা ভোগ করতে পারতাম না জীবন বৃক্ষের অমৃত ফল। আমাদের যাত্রা হোক কালভেরীর দিকে যিশুর সাথে গুরু শিষ্যের যাত্রা। আমাদের কণ্ঠে সর্বদাই অনুরণিত হোক একই সুর- "ক্রুশ কাধে জীবন পথে আমিও প্রভু যাব সাথে, তোমার বেদনা আমিও নেব ... ক্রুশে আমার জীবন প্রাণ - ক্রুশে আমার পরিত্রাণ।" ❑

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান

ফাদার ডেভিড রকি গমেজ এসএক্স

নতুন নিয়মে যিশুর পুনরুত্থান একটি বিস্ময়কর ঘটনা। আর এই পুনরুত্থান ঘটনা খ্রিস্টমণ্ডলী জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। আর এটা বুঝতে তখনই সহজ হয় যখন আমরা স্মরণ করি যে যিশুর পুনরুত্থান থেকেই খ্রিসটমন্ডলী এর উদ্ভব হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পুনরুত্থানের পরিত্রান দায়ী তাৎপর্য অর্থাৎ যিশু যদি সত্যই পুনরুত্থান করে না থাকেন তাহলে সেই পরিত্রাণ দায়ী তাৎপর্যের কোনো অর্থ থাকে না।

ত্রাণদাতা প্রভু যিশুর পুনরুত্থান, পাপ মৃত্যু বিজয়ের আনন্দ। সমগ্র খ্রিস্ট মণ্ডলী এই উৎসব উদযাপন করে যিশু খ্রিস্টে পাপ বন্ধন মুক্তি। এটি খ্রিস্ট ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব ও পূজন বর্ষের মধ্যমণি। মণ্ডলী তপস্যাকালের শেষে প্রভু যিশুর পুণ্যময় যাতনাভোগ ও পরিত্রাণ কার্যের এই মহাসমারোহে প্রতি বৎসর পুনরুত্থান রবিবারে পালন করে থাকে। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ১১৬৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় এটি হচ্ছে 'পর্বের পর্ব' এবং 'মহোৎসবের মহোৎসব। সাধু আথানাসিউস পুনরুত্থান পর্বকে মহা রবিবার বলে অভিহিত করেছেন। যিশুর পুনরুত্থান পর্ব হল সবচেয়ে পুরাতন খ্রিস্টান পর্ব। মণ্ডলীবর্ষের অনেক পর্ব পাস্কা উদ্‌যাপনের তারিখের উপর নির্ভর করে। পাস্কার দিন বছর বছর আলাদা হয়, উদ্‌যাপিত হয় বসন্তকালের সেদিনে যে সময়ে দিন ও রাত্রিসমান অর্থাৎ ২০ মার্চ তারপরের প্রথম পূর্ণচাঁদের পরের রবিবার। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নিসিয়া মহাসভা এই তারিখ ঠিক করে দেয়। চাঁদের নিয়মের হিসাবে পাস্কার তারিখ ভিন্ন ভিন্ন হয়। পাস্কা সবচেয়ে আগে হলে ২২ মার্চ হবে এবং সবচেয়ে দেরিতে হলে ২৫ এপ্রিল হবে। এইভাবে পাস্কার তারিখ নির্ধারিত হয় বলেই ৪০ দিন আগে হিসেব করে যে ছাই বুধবারে তপস্যাকাল আরম্ভ করা হয় বছর বছর তা ভিন্ন হয়। নিস্তার পর্বটি পাস্কা পর্ব নামে পরিচিতি লাভ করে। নিস্তার পর্বের মধ্যদিয়ে ইস্রায়েল জাতি দাসত্ব থেকে মুক্তির ঘটনা স্মরণ করত। দাসত্ব থেকে মুক্তি উৎসবই নিস্তার পর্ব। যাত্রাপুস্তক ১২ অধ্যায় নিস্তারপর্বের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহুদিদের একটি মহাপর্ব প্রতিবছর নিশান মাসের ১৫ তারিখে পর্বটি উদ্‌যাপিত হয় (নিশান হলো নির্বাসনোত্তর হিব্রু ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস অর্থাৎ আমাদের মার্চ/এপ্রিল মাস)।

আজ আমরা প্রভু যিশুর পুনরুত্থান মহাপর্ব পালন করছি। পুনরুত্থান অর্থ মৃত্যুর উপর জয় লাভ এবং একটি নতুন জীবনের সূচনা। পাপের ফলে সমগ্র মানবজাতি ও সমগ্র সৃষ্টি বাধাবন্ধন ও মৃত্যুর শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রভু যিশু সেই মানবসমাজের একজন হয়ে আমাদের নামে ও আমাদের স্থানে মৃত্যুবরণ করে পিতার শক্তিতে পুনরুত্থান করেছেন আর এভাবেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অধীন মানুষের জন্য চিরস্থায়ী গৌরবময় জীবনলাভের সম্ভাবনা এনে দিয়েছেন। পুনরুত্থিত যিশুতে বিশ্বাসী হয়ে জীবন-যাপন করলে মানুষ এই নতুন সৃষ্টির অধিকারী হয়ে ওঠে। প্রভু যিশুর আকস্মিক মৃত্যুতে শিষ্যদের অন্তর ভরে উঠেছিল হতাশায় সন্দেহ ও অবিশ্বাস। প্রভুর পুনরুত্থানে তাদের মনে-প্রাণে জেগে উঠল নিশ্চয়তা, বিশ্বাস ও আশার আলো। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের জন্য নিয়ে আসে মরণের পর একটি নতুন জীবনের সূচনা একটি আশার আলো। যাদের জীবনে সুখের ছায়া নেই যাদের মধ্যে দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা নেই তাদের জীবনে পুনরুত্থানের উজ্জ্বল আলোর তাৎপর্য ফুটে ওঠে না। তাই আমরা বলতে পারি পুনরুত্থানের আনন্দ হল কষ্টের ফলশ্রুতি যদিও পুনরুত্থান জীবনের দুঃখকষ্ট থেকে পালিয়ে যেতে বলে না বরং দুঃখকষ্টকে অর্থপূর্ণ ফলপ্রসূ ও আশাপ্রদ করে তোলে। তাই বলা যায় মুক্তি লাভের আশাই হচ্ছে পুনরুত্থান এবং এই আশাকে জীবনের দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়েই এগিয়ে নিতে হবে। খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আলো যখন আমাদের জীবনে প্রবেশ করে এবং জীবনের সকল বাঁধন ও গণ্ডি ভেঙে দেয় তখন আমরা প্রভু যিশুর সঙ্গে মৃত্যু থেকে জীবনে, কষ্ট থেকে আনন্দে, নিঃসঙ্গতা থেকে পারস্পরিক ভালোবাসার জীবনে প্রবেশ করি। এই জীবন মানবজাতির জন্য একটি নতুন আশার সঞ্চয় করে যার মধ্য দিয়ে আমাদের মনে জাগায় নতুন প্রেরণা, উদ্যম, উৎসাহ ও উদ্দীপনা। আর এই ভাবেই আমরা আমাদের অতীতের জরাজীর্ণ তা পাপময় জগত ও মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করে নতুন গতি পথে অগ্রসর হতে থাকি। পাপের ফলে আমাদের মধ্যে যে অমানুষিক অবস্থা বিরাজ করে তা পরিবর্তন করতে কাজ শুরু করি।

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসে এক মহাআনন্দ কারণ আমরাও খ্রিস্টের সাথে আমাদের পাপময় জীবনের মৃত্যু থেকে জীবিত হই। যিশুর পুনরুত্থান শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি ঐতিহাসিক দিন বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় আমরা আনন্দিত শুধু যিশুর মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার জন্য না বরং প্রভুর পুনরুত্থান আমাদের জীবনে প্রতিদিন ঘটে অর্থাৎ যতবার আমরা পাপের মধ্যে থাকি ততোবারই আমাদের মৃত্যু ঘটে আর যখন আমরা পাপ থেকে মন ফিরাই তখন আমরা প্রভু যিশুর জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হই।

আজকের মঙ্গলসমাচারে *(যোহন ২০:১-৯)* আমরা দেখি মাগদালার মারীয়া যিশুর সমাধি গুহা শূন্য আবিষ্কার করেন এবং পিতর ও প্রিয় শিষ্যের কাছে সংবাদ দিতে দৌড়ে যান। আর মাগদালার মারীয়ার সংবাদ শুনে শিষ্য দুইজন যিশুর সমাধি স্থানের দিকে ছুটে যান। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সাধু যোহন পিতর ও প্রিয় শিষ্যর সাক্ষ্যদানে বিশেষ প্রাধান্য আরোপ করতে চান। সেই সময়ে ইহুদি সমাজে কোন বিশেষ ঘটনাকে একজন নারীকে সাক্ষীরূপে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা হতো না আর তাই যিশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য একটি নারীর দর্শনের উপরে নয় বরং দুইজন শিষ্যের উপরে বিশেষ নির্ভর করে। শিষ্য দুজন আবিষ্কার করেন যে প্রভু যিশুর মৃতদেহটি যে কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল সেই কাপড়টি এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ফেলানো ছিল না বরং সেটি এক জায়গায় গোটানো অবস্থায় ছিল। এই থেকে আবাস পাওয়া যায় বা প্রমাণিত হয় যে প্রভু যিশুর দেহটিকে তাড়াতাড়ি করে কেউ চুরি করেনি বা গোপনে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের মনোযোগ এইদিকেই ফেরানো উচিত যে, শিষ্য দুজনেই সমাধি গুহার মধ্যে প্রবেশ করে এই সবকিছু দেখলেন অথচ শুধু প্রিয় শিষ্যটি 'দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন' *(যোহন ২০:৮)*। তাই এখানে লেখক জোর দিয়ে নিজের সম্পর্কে আমাদের কাছে বুঝাতে চান যে যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে প্রিয় শিষ্যটির দ্রুত উপলব্ধির নিশ্চয়তা ও ক্ষমতা। পরবর্তীকালে আর একবার তিনিই সকলের আগে যিশুকে চিনতে পারবেন (যোহন ২১:৭)। আর এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে প্রিয় শিষ্যটির বিশ্বাস একটি নতুন আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত হয় যেহেতু তিনি 'সবকিছু দেখে অর্থাৎ যিশুকে না দেখে বিশ্বাস করেন। মাগদালার মারীয়া ও পিতর, শূন্য সমাধি গুহা ও সেই গোটানো কাপড়গুলো দেখতে পেয়েছিল কিন্তু তারা বিশ্বাসের অভাবে যিশুর দেহকে না দেখে কেবল আশ্চর্য হয়েছিলেন ঠিক সেইভাবে যেভাবে যিশুর প্রকাশ্য জীবনের সময় বহু লোক তার চিহ্ন কর্মগুলো দেখলেও বিশ্বাস করতে অক্ষম হয়েছিল। বিশ্বাস না থাকায় অর্থাৎ যিশুর সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সংযোগ না থাকায় যেকোনো ঘটনা বা সাক্ষ্যদান অর্থশূন্য ও ফলহীন হয়। "শাস্ত্রের এই বচনটি তারা তখনও জানতেন না যোহনের এই মন্তব্য ঠিক পিতর ও মাগদালার মারীয়ার দিকে নির্দেশ করে যারা শূন্য সমাধি/গুহা দেখা সত্বেও যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখতে পারলেন না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল প্রভু যিশুর পুনরুত্থান আমাদের দীক্ষিত জীবনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। আমরা যারা খ্রিস্টেতে দীক্ষিত হয়েছি প্রেরিত হওয়ার জন্য তাদের জীবনে যিশুর পুনরুত্থানই হল একমাত্র সম্বল ও উৎস। প্রভু যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জন্য নিয়ে আসে প্রচারকার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যিশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছেন, প্রেরিতশিষ্যগণ যেমন এই শুভবার্তা ঘোষণা করেছিলেন এবং আজ পর্যন্ত বহু মানুষকে পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসার ছায়াতলে এক করেছে ঠিক তেমনি বর্তমান সময়ে আমাদের প্রত্যেকের উপরে এই গুরুদায়িত্ব বর্তায় যেন আমরা পুনরুত্থিত প্রভু যিশুকে অন্যদের কাছে প্রচার করি। প্রচার করি প্রভু যিশু আমাদের পাপময় জীবনের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করতে এই পৃথিবীতে এসেছেন।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে যিশুর পুনরুত্থান খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও জীবনের ভিত্তি ও উৎস। মানুষের জন্য ঈশ্বর প্রেম ও মুক্তির পরিকল্পনা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় প্রভু যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুতে, তাঁর আত্মদানে ও পুনরুত্থানে। ঈশ্বর প্রভু যিশুকে তাঁর পুনরুত্থান দ্বারা পূর্ণ স্বীকৃতি দেন। সমস্ত যুগের মানুষের মুক্তিদাতা ও প্রভু বলে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁকে চিরজীবিত করে তার ঐশ গৌরব ও মহিমাপূর্ণ অধিকারী করেন।

সহায়িকা তথ্যসমূহ :
এবং বাণী হলেন মাংস ›› যোহন রচিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা
উপাসনা সহায়ক, ক, খ ও গ পূজনবর্ষ
Internet . ❑

তপস্যাকাল, পুনরুত্থান উৎসব ও দীক্ষাস্নান

ফাদার ইউজিন জে আনজুস সিএসসি

তপস্যাকাল, পুনরুত্থান উৎসব ও দীক্ষাস্নানের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তপস্যা কাল কেবল মাত্র মানব জাতির মুক্তির জন্য মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনাগুলো স্মরণ করা, উপাসনিক ভাবে তাঁর স্মরণানুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা এবং নিজেদের ও জগতের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য একটি বিশেষ সময় নয়। তপস্যা কালের উপাসনিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যে এগুলো অবশ্যই অর্ন্তভুক্ত যার মধ্যদিয়ে আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলি খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান উৎসব পালনের জন্য। কিন্তু এর আরো একটি মহত্তর ও গভীর দিক রয়েছে, আর তা হল আমাদের দীক্ষাস্নাত জীবনের নবীকরণ।

খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরু থেকেই প্রাপ্তবয়স্কদের দীক্ষাস্নানের রীতি প্রচলিত রয়েছে। এই রীতি অনুসারে প্রতি বছর তপস্যাকাল "দীক্ষাপ্রার্থী" (Catechumens)-দের প্রস্তুতি কাল পালন করা হয় তপস্যাকালের পাঁচ সপ্তাহ অর্থাৎ চল্লিশ দিন ধরে। তপস্যাকাল মূলত শুরু হয় তপস্যকালের প্রথম রবিবার থেকে, যেদিন দীক্ষাপ্রার্থীদের নাম 'তালিকাভুক্ত' বা 'মনোনীত' করা হয় (*Enrollment* or *to Ellect*)। এ জন্য ভস্ম বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত চারটি দিনকে "প্রাক্ তপস্যাকাল" বা *Pre Lent* বলা হয়। তপস্যাকালের প্রথম রবিবারে দীক্ষাপ্রার্থীদের নাম তালিকাভুক্ত করার পর থেকে তাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দিতে 'এজেরিয়া' (Egeria) নামে স্পেন দেশের একজন তীর্থযাত্রী নারী তীর্থ করতে এসেছিলেন জেরুসালেমে। সেখানে তখনকার ধর্মপাল ছিলেন সাধু সিরিল। এই সময় এজেরিয়া তার "ভ্রমণ ডায়েরী" বা *Travel Diary*-তে জেরুসালেমের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সেখানকার উপাসনিক বিষয়ের বিশদ বর্ণনা লিখেছেন। তাঁর এই ডায়েরী থেকে জানা যায় যে, দীক্ষাপ্রার্থীদের নাম তালিকাভুক্ত করার পর তাদেরকে প্রতিদিন ভোরে খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে হত এবং খ্রিস্টযাগের পর থেকে দুপুরের আহার পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে সাধু সিরিল নিজেই তাদের ধর্মশিক্ষা দান করতেন। তাঁর এই সকল ধর্মশিক্ষা গুলোকে *Procatechesis* বলা হয়। সাধু আথানাসিউস এই ধর্মশিক্ষা গুলো সংরক্ষণ করেন, যার মধ্যে আটত্রিশটি আজ অব্দি সংরক্ষিত রয়েছে।

এজেরিয়ার ভ্রমণ ডায়েরী থেকে এ-ও জানা যায় যে, তপস্যাকালের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম রবিবারে দীক্ষাপ্রার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয় যাকে উপাসনিক ভাষার "নীরিক্ষা" বা *Scrutiny* বলা হয়। দীক্ষাপ্রার্থীদের এরূপ প্রস্তুতির আবার দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগ তপস্যা কালের প্রথম সপ্তাহ থেকে চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত। এই সময়ে তাদেরকে নৈতিক বিষয়ে সংশোধন, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, ইত্যাদি পালন করতে হয়, যাকে "শুদ্ধিকরণ"-এর কাল বা Period of Purification বলা হয়। এই সময়ে তাদের পুরনো ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করা, উপবাস ও অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তকর্মের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ অনুশীলন করতে হতো। তপস্যাকালের পঞ্চম সপ্তাহ ও পুণ্য সপ্তাহের পুণ্য শনিবার সকাল পর্যন্ত দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রস্তুতির দ্বিতীয় ভাগ আর এটিকে বলা হয় "আলোকিত হওয়ার কাল" বা Period of Enlightenment বা Illumination। এই সময় দীক্ষা প্রার্থীদেরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে "বিশ্বাসমন্ত্র" (The Creed) ও "প্রভুর প্রার্থনা" সম্প্রদান করা হয়, যেন তাঁরা খ্রিস্টবিশ্বাসের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে এবং দীক্ষাস্নানে নবজন্ম লাভ করে তারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যেন তাঁকে "পিতা" বলে ডাকতে পারে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তী কালে পোপ ষষ্ঠ পল কর্তৃক সংস্কারকৃত *Rite of Christian Initiation of Adults* (1973) অনুসারে বর্তমান কালেও কাথলিক মণ্ডলীতে বয়োপ্রাপ্তদের দীক্ষাস্নানে একই রীতি পালন করা হয়।

তপস্যাকালের উপাসনার দিকে একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব: তপস্যাকালের প্রথম চার সপ্তাহ ধরে খ্রিস্টযাগের বাণী পাঠ গুলো এমন ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে "নৈতিক জীবনের সংস্কার" বা Moral Reformation of Life-এর আহ্বান ও শিক্ষা রয়েছে। পঞ্চম সপ্তাহে প্রতিদিনের মঙ্গলসমাচার নেওয়া হয়েছে শুধু মাত্র যোহনের মঙ্গলসমাচার থেকে যে পাঠ গুলোতে যিশুখ্রিস্ট কে, মুক্তিদাতারূপে তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি, তাঁকে পিতার প্রেরিতজন ও খ্রিস্ট ("অভিষিক্তজন") রূপে বিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার বিষয়গুলো সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই পাঠগুলোর মধ্যে যিশু ও ইহুদিদের মধ্যে বিরোধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতে খ্রিস্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করে তোলা ও তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার বিষয়টি রয়েছে, যা ব্যক্ত করা হয়েছে অনেকে যিশুর সঙ্গ ত্যাগ করার পর যিশু যখন পিতরকে প্রশ্ন করলেন তাঁরাও চলে যেতে চান কি না, তার উত্তরে পিতরের স্বীকারোক্তির মধ্যে: "আমরা আর কার কাছে যাবো প্রভু? শাশ্বত জীবনের বাণী তো আপনার কাছেই আছে *(যোহন ৬:৬৮-৬৯)*।"

আমরাও তপস্যাকালের প্রথম ভাগে মনোনিবেশ করি আত্মশুদ্ধির দিকে এবং তপস্যা কালের দিন গুলো যতই এগিয়ে চলতে থাকে, প্রতিদিনের উপাসনায় বিশেষত খ্রিস্টযাগে, পবিত্র শাস্ত্র পাঠের আলোকে আমরাও খ্রিস্টবিশ্বাসে নিজেদের জীবন "আলোকময়" করে তোলার সুযোগ লাভ করি।

তপস্যাকাল ও দীক্ষাস্নানের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তার ভিত্তি হল খ্রিস্টের "পাস্কা রহস্য"। হিব্রু শব্দ *pesakh* এবং আরামায়িক *paskha* থেকে "পাস্কা" শব্দটি এসেছে, যার অর্থ "উত্তরণ" বা Passover। ইস্রায়েল জাতির এই উত্তরণ বা Passover ঘটেছিল মিশর দেশের বন্দি-দশা থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা লাভের মধ্যদিয়ে। কিন্তু খ্রিস্ট নিজের মৃত্যু-যাতনাভোগ ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে জাগতিকতা থেকে মুক্ত করে সৃষ্টিলগ্নের আদি মর্যদা ফিরিয়ে দিলেন, আর এটাই হল খ্রিস্টের দ্বারা সাধিত মানব জীবনের উত্তরণ। দীক্ষাস্নানে তো আমাদের সেই মহাউত্তরণই সম্পন্ন হয়:

"... দীক্ষাস্নানে খ্রিস্ট-যিশুতে অবগাহিত হয়ে আমরা সকলে তাঁর মৃত্যুর মধ্যেই অবগাহিত হয়েছি। আর তাই দীক্ষাস্নানে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, তাঁর সঙ্গে মৃত্যুতেই সমাহিত হয়েছি, যাতে মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্ট যেমন পিতার মহাশক্তিতে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি আমরাও যেন এক মহাজীবনের পথে চলতে পারি। কারণ আমরা যখন তাঁর মতো মৃত হয়েই তাঁর সাথে এক হয়ে গিয়েছি, তখন তাঁর মতো পুনরুত্থিত হয়েই তাঁর সঙ্গে আমরা তো তেমনি এক হবই *(রোমীয় ৬:৩খ-৬)*।"

এই কারণে পুণ্য শনিবার "নিস্তারের মহাজাগরণী উৎসব" অনুষ্ঠানের মধ্যেই দীক্ষাপ্রার্থীদের দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান করার রীতি খ্রিস্টমণ্ডলীর সূচনাকাল থেকে চলে আসছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশে যখন পুরো উপাসনা রীতিগুলো আরও অর্থপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ করে তোলার উদ্দেশে সংস্কার করা হয়, তখন "প্রাপ্তবয়স্কদের দীক্ষাস্নান রীতি" বা *Rite of Christian Initiatiaon of Adults* এই রীতিটিকে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হয়। এ বিষয়ে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীনকাল থেকে খ্রিস্টমণ্ডলীতে এরূপ *প্রবেশিকা* বা *Initiatiaon* -এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল: এই অনুষ্ঠান রীতি অনুসারে প্রাপ্তবয়স্কদের দীক্ষাস্নানের পরই নব দীক্ষিতদেরকে হস্তার্পণ সাক্রামেন্টও প্রদান করা হতো এবং এখনও তাই হয়। একই অনুষ্ঠানে এই সকল নবদীক্ষিত ভক্তজনেরা খ্রিস্টযাগে যোগদান করে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে পূর্ণতর রূপে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মিলন-সমাজের অর্ন্তভূক্ত হয়। এটিকে খ্রিস্টীয় প্রবেশ সাক্রামেন্তের

একত্ব বা *Integrity of Christian Initiation* বলা হয়ে থাকে। এজন্য দীক্ষাস্নানের সাথে সাথেই হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের মধ্যদিয়ে নবদীক্ষিত ভক্তগণ পবিত্র আত্মায় শিলমোহরকৃত বা মুদ্রাঙ্কিত হয়ে উঠে।

দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তটির চারটি মৌলিক "প্রতিচ্ছবি" বা *Images* রয়েছে। এগুলোর মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই কি ভাবে তপস্যাকাল ও পুনরুত্থান উৎসব আমাদের দীক্ষাস্নাত জীবনের সাথে গভীর ভাবে সংযুক্ত। দীক্ষাস্নানের এই চারটি প্রতিচ্ছবি গুলো হল:

১) **দীক্ষাস্নান হল খ্রিস্টের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান রহস্যে অংশগ্রহণ:** দীক্ষাস্নানের এই প্রতিচ্ছবিটি আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই রোমীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্রটিতে *(৬:৩-১১)*। প্রাচীন কারে প্রচলন ছিল দীক্ষাপ্রার্থীদের জলে নিমজ্জিত করে (by immersion) দীক্ষাস্নাত করার। জলে নিমজ্জিত করা ছিল খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুর সাদৃশ্যে এক হওয়ার চিহ্ন। এখন যদিও জলে নিমজ্জিত করা হয় না, কেবল মাথার তালুতে জল ঢালা হয়, তথাপি এই চিহ্নটি রোমীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্রের এই প্রতিচ্ছবিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রতিচ্ছবি অনুসারে আমরা শুধু মৃত্যুর সাদৃশ্যে খ্রিস্টের সাথে যুক্ত হই না; বরং তাঁর মরণ বিজয়ী পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও এক হয়ে উঠি; তাঁর পুনরুত্থিত জীবনের সহভাগী হয়ে উঠি।

দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তের পবিত্র বাইবেল ভিত্তিক ও ঐশতাত্ত্বিক যে সমস্ত প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে সব থেকে জোরালো প্রতিচ্ছবিটি হল: খ্রিস্টের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান রহস্যে অংশগ্রহণের প্রতিচ্ছবি। কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনার যে সংস্কার সাধন করা হয়েছে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশনায় তার একটি বড় অবদান হল 'মহানিস্তারের ত্রিদিবস' বা *Paschal Triduum*—অর্থাৎ খ্রিস্টের পাস্কা-রহস্যের উদ্‌যাপন এবং এর সাথে 'প্রাপ্তবয়স্কদের দীক্ষাস্নান' ও 'দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রস্তুতি কাল' (catechumenate of adults) পুনরুজ্জীবিত করা। বর্তমান সময়ে দীক্ষাস্নানের এই প্রতিচ্ছবিটি-ই অধিকতর জোরালোরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে যে, দীক্ষাস্নানে আমরা পাপের দিক থেকে খ্রিস্টের সাথে মৃত ও সমাহিত হই এবং তাঁর সাথে নবজীবনে পুনরুত্থিত হই। দীক্ষাস্নানের এই প্রতিচ্ছবিটি মণ্ডলী গ্রহণ করেছে উপরে উল্লেখিত রোমীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে, এবং এর সূচনা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দি থেকেই। তাই বাইবেল শাস্ত্রজ্ঞ আইরিন নাওয়েল বলেন, "খ্রিস্টানদের জন্য প্রাথমিক যে প্রতিচ্ছবি রয়েছে, যা অন্যান্য সকল বাস্তব বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করে, তা হল 'নতুন যাত্রা' (New Exodus), খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান, যার দ্বারা দীক্ষাস্নাত সকলে পাপের দাসত্ব থেকে বিমুক্ত হয়ে ঐশরাজ্যরূপ নতুন প্রতিশ্রুত দেশের দিকে পরিচালিত হয়। আর এই ঘটনা তাদেরকে গড়ে তোলে ঈশ্বরের জনগণরূপে এবং দান করে নবজীবন (Irene Nowell, Biblical Images of Water, 1987)।"

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে দীক্ষাস্নানে খ্রিস্টের মৃত্যু-পুনরুত্থান রহস্যে অংশগ্রহণ করে বহু খ্রিস্টবিশ্বাসী এই রহস্যের সাক্ষ্য দান করেছেন। এল্ সালভাদরের আর্চবিশপ অস্কার আর্নুল্‌ফো রোমেরো, যিনি দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন বলে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সেখানকার শাসকগোষ্ঠী নির্দয় ভাবে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল, তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, "ওরা যদি আমাকে হত্যা করে, এল্ সালভাদরের মানুষের মাঝে আমি আবার জীবিত হয়ে উঠব।" তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ন্যায্যতার পক্ষ গ্রহণ করার ফলে তাঁকেও খ্রিস্টের মতোই হত্যা করা হবে, কিন্তু তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মৃত্যুতে তাঁর জীবনের বিনাশ ঘটবে না, কারণ তিনি খ্রিস্টের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেছিলেন। অস্কার রোমেরো একা নন। দ্বিতীয় শতাব্দির সাধু তেতুলিয়ানের উক্তি, "সাক্ষমরদের রক্ত হল খ্রিস্টমণ্ডলীর বীজ"—এ কথাটি যুগে যুগে বাস্তব হয়ে উঠেছে, কারণ দীক্ষাস্নানেই আমাদের মধ্যে খ্রিস্টের মৃত্যু-পুনরুত্থান রহস্যের সেই অমর বীজ বপন করা হয়।

২) **দীক্ষাস্নান হল জল ও আত্মায় নব জীবন লাভ:** সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারের শুরুতেই আমরা পাঠ করি যিশু নিকোদিমকে বললেন, "জল ও আত্মায় নবজন্ম লাভ না করলে কেউই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না *(যোহন ৩:৩-৬)*।" তাই দীক্ষাস্নানে আমরা শুধু জলে অবগাহিত হই না, পবিত্র আত্মায়ও অবগাহিত হই। জীবন সঞ্চারী আত্মায় অবগাহিত হয়ে আমরা নবজন্ম লাভ করি, যে-নবজন্মের দ্বারা আমরা লাভ করি "ঈশ্বর-সন্তান"-এর মর্যাদা। চতুর্থ শতাব্দির সাধু সিরিল দীক্ষাস্নানকে "আত্মার নবজন্ম" বা Regeneration of the soul বলে অখ্যায়িত করেছেন (*Procatechesis,* no.16)। এই নবজন্ম কেবল জাগতিক জীবনের বিষয় নয়; বরং তা শাশ্বত জীবনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিও। তাই শিষ্য তীতকে কাছে পরামর্শ দিয়ে সাধু পল লিখেছেন,

"... তখন আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, নিতান্ত কৃপা করেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন। জলপ্রক্ষালনে তিনি আমাদের নবজন্ম দিলেন, পবিত্র আত্মার প্রভাবে আমাদের নবীন করে তুললেন। এই পবিত্র আত্মাকে তিনি বিপুল প্লাবনের মতো আমাদের ওপর নামিয়ে এনছেন। আর তা করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিস্টেরই মাধ্যমে, যাতে খ্রিস্টেরই অনুগ্রহে আমরা অন্তরে ধার্মিকতা ফিরে পেতে পারি আর তাতে যেন শাশ্বত জীবন পাবার অধিকার লাভ করে আমরা সেই জীবন পাবার আশা নিয়েই থাকতে পারি *(তীত ৩:৫)*।'

এই নবজন্মের ফলে আমরা লাভ করি "পরমেশ্বরের পোষ্য সন্তানত্ব"। দীক্ষাস্নানে আমাদের নবজন্ম লাভ কিংবা জল ও আত্মায় 'পোষ্য সন্তানত্ব' লাভ করার বিষয়টি অতি প্রাচীনকাল থেকেই খ্রিস্টমণ্ডলীর একতার বিষয়রূপে গণ্য করা হয়ে আসছে; অর্থাৎ সকল মণ্ডলীতে অনুষ্ঠিত দীক্ষাস্নানকে স্বীকার করা হয়। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রে এ জন্য আমরা ঘোষণা করে বলি, "এক দীক্ষাস্নান বিশ্বাস করি"। দীক্ষাস্নানের এই বিষয়টি সকল মণ্ডলীর মধ্যে "ঐক্য প্রচেষ্টা"-এর ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তি রূপে গণ্য করা হয় (দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, *খ্রীষ্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টা,* নং ৩)।

৩) **দীক্ষাস্নান হল পবিত্র আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত হওয়া:** দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্টের অপর একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হল এই সাক্রামেন্তের সম্পাদনে আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হই, অর্থাৎ দীক্ষাস্নান হল পবিত্র আত্মায় শিলমোহরকৃত হওয়ার সাক্রামেন্ট (*Baptism as the Sacrament and Seal of the Holy Spirit*)। এ বিষয়ে আমরা এফেসীয়দের কাছে লেখা সাধু পলের পত্রে দেখতে পাই,

"... খ্রিস্টেরই আশ্রিত হয়ে তোমরাও সেদিন সত্যের বাণী অর্থাৎ, তোমাদের পরিত্রাণের সেই মঙ্গলবার্তা শুনেছিলে; খ্রিস্টেরই আশ্রিত হয়ে সেদিন সেই বাণীতে বিশ্বাস করে তোমরাও চিহ্নিত হয়েছিলে সেই মুদ্রাঙ্কনে, অর্থাৎ সেই প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মায়। আসলে পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত চিরসম্পদের যেন অগ্রিম দানস্বরূপ; এই ভাবেই, যারা পরমেশ্বরের একান্ত আপনজন, তিনি তাদের পূর্ণ মুক্তির পথ প্রস্তুত করেন, যাতে বন্দিত হয় তাঁরই মহিমা *(এফেসীয় ১:১৩-১৪)*।"

আরো স্পষ্টভাবে এ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি যোহনের মঙ্গলসমাচারে *(২০:১৯-২৩)* যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রিস্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং পবিত্র আত্মাকে প্রদান—একটি অবিচ্ছেদ্য ও একতার বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংযুক্ত এবং তিনটি মিলেই খ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী রহস্য। এ জন্যই পুনরুত্থান দিবসে, যিনি ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন সেই খ্রিস্ট হাতে-পায়ে পেরেকের ক্ষত এবং বুকের পাশটিতে বর্শার আঘাতের চিহ্ন নিয়ে শিষ্যদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের উপর ফুঁ দিয়ে মণ্ডলীতে পবিত্র অত্মাকে দান করলেন *(যোহন ২০:১৯-২৩)*; যে ভাবে পরমেশ্বর আদমকে সৃষ্টিলগ্নে ফুঁ দিয়ে তাঁর মধ্যে প্রাণবায়ু দান করেছিলেন, একই ভাবে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট মণ্ডলীকে জগতে প্রেরণ করলেন ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মিশন-কাজের জন্য।

মানুষের পরিত্রাণ কাজ হলো ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মিলিত কাজ যেখানে পবিত্র আত্মার ভূমিকা অবিচ্ছেদ্য। তাই "পবিত্র আত্মাকে ছাড়া বাণী কোন কাজের নয়, দীক্ষাস্নান দীক্ষাস্নানই নয়, হস্তার্পণ হস্তার্পণ নয়, খ্রিস্টযাগও খ্রিস্টযাগ নয়। অবশ্যই, পবিত্র আত্মাই হলেন পরমেশ্বরের প্রাণবায়ু যিনি খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে অংশগ্রহণ করতে

সক্ষম করে তোলেন, যিনি জীবনদায়ী জল ও গর্ভ-স্বরূপ দীক্ষাকুণ্ড (womb of the font) থেকে দান করেন নবজন্ম" (Maxwel Johnson, *Images of Baptism*)।

৪) **দীক্ষাস্নান হল খ্রিস্টের দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়া :** খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরু থেকে পুণ্য শনিবার মহানিস্তার রজনীর উৎসবে নব-দীক্ষিত ভক্তজনদের দীক্ষাকুণ্ডের জলে নিমজ্জিত করে দীক্ষাস্নাত করার পর জল থেকে উঠে আসার সময় "শুভ্রবস্ত্র" (আল্‌ব-এর মতো) পরিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হত খ্রিস্টভক্তদের সমাবেশে, গির্জার প্রধান অংশে, যেখানে তাঁরা খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে সম্পূর্ণরূপে "খ্রিস্টের দেহ"-রূপ মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত (Incorporation into the Body of Christ) হতেন। করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে তাই সাধু পল লিখেছেন,

"আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সবকটি মিলে এক দেহ-ই হয়। খ্রিস্টও ঠিক তেমনি। কারণ একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে এক-ই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি-তা আমরা ইহুদি বা অনিহুদি, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ, যা-ই হই না কেন। এবং সেই একই আত্মার উৎস থেকে সকলকেই পান করতে দেওয়া হয়েছে *(১করি ১২: ১৩-১৪)*।"

খ্রিস্ট-দেহের সাথে এভাবে একাত্ম হওয়ার ফলে আমরা সাধারণ মানুষ হয়েও লাভ করি মহত্তর এবং নতুন এক মর্যাদা। আমরা হয়ে উঠি "নব সৃষ্টি", পরমেশ্বরের পবিত্র জনগণ:

"তোমরা কিন্তু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জাতি, একান্ত ভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি। তোমরা এই জন্যেই মনোনীত, যাতে তোমাদের যিনি অন্ধকার থেকে অপরূপ অলোকে আহ্বান করেছেন, তাঁরই সমস্ত মহাকীর্তির কথা তোমরা যেন প্রচার করতে পার। এককালে কোন জাতিই ছিলে না তোমরা, কিন্তু আজ হয়ে উঠেছ স্বয়ং পরমেশ্বরেরই জাতি; এককালে তাঁর করুণার পাত্রও ছিলে না তোমরা, কিন্তু আজ তোমরা তাঁর করুণা পেয়েই গেছ *(১ পিতর ২:৯-১০)*।"

দীক্ষাস্নান হলো খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবনে "প্রবেশিকা" (Christian Initiation), 'ঐশ জনগণের' সাথে খ্রিস্টের দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর সাথে 'সংযুক্ত হই' (Incorporation)। এভাবেই দীক্ষিত খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। এর অর্থ হলো খ্রিস্টদেহের (মণ্ডলীর) সাথে সংযুক্ত হয়ে আমরা গড়ে তুলি "মিলন সমাজ"। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক শিক্ষার মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, খ্রিস্টের দেহ-রূপ মণ্ডলী হল "বিশ্বাসীগণের মিলন সমাজ" যারা দীক্ষাস্নানে লাভ করেন খ্রিস্টের যাজকীয়, রাজকীয় ও প্রাবক্তিক সেবা-দায়িত্ব সমূহ (*খ্রিস্ট মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান*, চতুর্থ অধ্যায়)।

খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী এবং খ্রিস্টভক্ত, আমরা সবাই একই দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত। তাই আমাদের কর্তব্য দীক্ষাস্নানের প্রকৃত রহস্য ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট ভাবে অনুধাবন করা, দীক্ষাস্নাত জীবন যথার্থ ভাবে যাপন করা। আর এ জন্যেই দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্ত যদিও একবারই সম্পাদন করা হয়, তথাপি প্রতিবছর পুণ্য শনিবার রাতে "মহানিস্তার উৎসব"-এর উপাসনায় অংশগ্রহণ করে আমরা আমাদের দীক্ষাস্নান ও দীক্ষিত জীবনের নবায়ন করি। দীক্ষাস্নানের এই নবায়ন অনুষ্ঠানে দীক্ষাস্নানের প্রতিজ্ঞাগুলোর যেন সত্যিকার, আন্তরিক ও বাস্তবিক হয়ে ওঠে।

পালকীয় নানা বাস্তবতার কারণে অনেক সময়ই শিশুদের দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত করে, অল্প কয়েকজন আত্মীয়ের উপস্থিতিতে, অনেকটা যেন 'প্রাইভেট' ভাবে সম্পাদন করা হয়। কিন্তু কাথলিক মণ্ডলীর 'আইন-সংহিতা' (Canon Law) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট করে বলে: "দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানের জন্য যথাযথ ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ জন্যে: শিশুদের দীক্ষাস্নানের ক্ষেত্রে, যার (যাদের) দীক্ষাস্নান হবে তার (তাদের) পিতা-মাতা এবং যারা এই শিশুর (শিশুদের) 'ধর্মসঙ্গী' (ধর্মপিতা-মাতা) হবেন তারা যেন এই সংস্কারের অর্থ ও এর সাথে যুক্ত দায়িত্বসমূহ বুঝতে পারেন, তার জন্য তাদের উপযুক্ত প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতে হবে। পালপুরোহিতকে নিশ্চিত করতে হবে যে, হয় তিনি নিজে অথবা অন্যদের দ্বারা পিতা-মাতা ও ধর্মপিতা-মাতাদের যথাযথ প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয় পালকীয় পরামর্শ বা শিক্ষাদান ও একত্রে প্রার্থনার মাধ্যমে। এ জন্য প্রয়োজনবোধে একাধিক পরিবারকে একত্রে এনে তা করা যেতে পারে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে প্রতিটি পরিবার পরিদর্শন করতে হবে (ধারা নং ৮৫১)।"

এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পল কর্তৃক সংস্কারকৃত দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তের নির্দেশিকায়:

"ঈশ্বরের জনগণ, অর্থাৎ মণ্ডলী, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানে (বিশ্বাসী) সমাজ রূপে উপস্থিত থেকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানের পূর্বে ও পরে বিশ্বাসী-সমাজের নিকট হতে ভালবাসা ও সাহায্য পাওয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে। এ জন্য দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠানের সময় শিশুর পিতা-মাতা, ধর্মপিতা-মাতা ও পরিচালকের সাথে উপস্থিত ভক্তজনগণও বিশ্বাসের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করেন। এভাবে নিশ্চিত হয় যে, যে-বিশ্বাসে শিশুরা দীক্ষিত হয় তা কেবল মাত্র শিশুর পরিবারের নিজস্ব (প্রাইভেট) সম্পদ নয় বরং তা সম্পূর্ণ খ্রিস্টমণ্ডলীর সর্বজনীন সম্পদ-ভাণ্ডার (*Rite of Baptism of Children*, no. 4)।"

কাথলিক মণ্ডলীর আইন সংহিতার ৫৪৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে: "দীক্ষাস্নান হল সকল সাক্রামেন্ত গুলোর প্রবেশদ্বার।" অর্থাৎ দীক্ষাস্নাত না হলে অন্যান্য সাক্রামেন্ত গুলো সম্পাদন করা যায় না; সর্বপ্রথম দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়েই খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবনে প্রবেশ করতে হয়। তাই এই সাক্রামেন্তটি এবং এর অনুষ্ঠানকে যেন কোন ভাবেই 'কম গুরুত্বপূর্ণ' বলে মনে করে অবহেলা করা না হয়। যে সকল অঞ্চলে বাণীপ্রচার বা evangelization-এর কাজ চলতে এবং প্রতিবছর তাদের দীক্ষাস্নান অর্থাৎ খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের জীবনে প্রবেশ চলমান রয়েছে সেখানে *Rite of Christian Initiation*-এর মিশনকাজ অব্যাহত রয়েছে, সেখানে এর নির্দেশনা এবং অনুষ্ঠান রীতি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা বিধেয়। এ জন্য বিশপ সম্মিলনী, উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ক কমিশন, পালপুরোহিতগণ, ক্যাটেখিস্টগণ এবং সর্বোপরি সকল খ্রিস্টভক্তদের সম্মিলিত ও আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

তোমাদের জন্যে প্রদত্ত দীক্ষাস্নান অতীব মহৎ। ইহা হল বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভের মুক্তিপণ, সকল অপরাধের ক্ষতিপূরণ, মৃত্যুর বিনাশ, আত্মার নবজন্ম, আলোকময় ভূষণ, পবিত্র সিলমোহর যা মুছে ফেলা যায় না, স্বর্গে যাবার রথ, স্বর্গীয় সুখানন্দ, ঐশরাজ্যের উত্তরাধিকার লাভের উপায়, ঈশ্বরের পোষ্য সন্তানত্ব।

- (সাধু সিরিল, জেরুসারেমের ধর্মপাল)

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১) Adela Yarbro Collins, The Origins of Christian Baptism, in Maxwell E. Johnson, (edt), Living Water, Sealing Spirit, The Liturgical Press, Minnesota,1995.

২) Maxwell E. Johnson, The Rites of Christian Initiation, Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 2007

৩) Maxwell E. Johnson, Images of Baptism, Liturgy Training Publication, Chicago, 2001

৪) Paul F. Bradshaw, The Search for the Origins of Christian Worship, Oxford University Press, New York, 2002

৫) Irene Nowell, Biblical Images of Water, in Maxwell E. Johnson, Images of Baptism, 2001

৬) Pope Paul VI, The Rites of the Catholic Church, Vol. I, Pueblo Publishing Co., New York, 1975

৭) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল সমূহ, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, বাংলাদেশ, ১৯৯০

৮) মঙ্গলবার্তা, নবসন্ধি, বাংলদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০১১॥ ❑

ক্রুশের উপরে যিশুর ২য় বাণী

মনোতোষ হাওলাদার

ভূমিকা

আমরা সবাই জানি, গলগাথার মাথারখুলিতে যিশুর ডানে ও বামে আরো দুজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। ডানপার্শ্বের দস্যুর নাম ডেসমাস ও বামপার্শ্বের চোরের নাম গেসমাস। জ্যাকবস ডি ভোরাগিন এর গোল্ডেন কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে, অনুতপ্ত চোরের নাম গেসমাস। এখানে আমরা ৪টি বিষয় দেখতে পাই কঠিন হৃদয়, অনুতাপের হৃদয়, ক্ষমার হৃদয় এবং পাপের ক্ষমা/স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হওয়ার সহজ উপায়।

১) কঠিন হৃদয়

আমরা যদি ডেসমাসের চরিত্র দেখি তাহলে দেখব কঠিন হৃদয় অর্থাৎ ক্রুশের উপরে থেকে এত কষ্ট যন্ত্রণা পেয়েও তার মনের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাকে তার অপরাধের জন্য ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, সে কষ্ট পাচ্ছে, তার হাত-পা থেকে রক্ত ঝরছে, তারপরও সে যিশুকে নিন্দা করে কটাক্ষ করে বিদ্রুপের স্বরে বলল, তুমি নাকি সেই খ্রিস্ট? তাহলে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর *(লুক ২৩:৪০)*। তার হৃদয়ের এই কঠিন অবস্থার কারণে হয়তো সে তার পাপের ক্ষমা পায়নি ও স্বর্গের অধিকারী হতে পারেনি।

২) অনুতাপের হৃদয়

যিশুর বামে ক্রুশবিদ্ধ গেসমাস মনে মনে তার অপরাধের কথা স্মরণ করতে লাগল। তার হৃদয় অনুতপ্ত হল এবং সে ডেসমাসকে বলল, তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমিতো একই দণ্ড পাচ্ছ, আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাচ্ছি, কারণ যা যা করেছি, তারই সমুচিত ফল পাচ্ছি, কিন্তু উনি কোন অপরাধ না করে দণ্ড ভোগ করছেন *(লুক ২৩:৪১)*। গেসমাসের অনুতাপের কারণে যিশু তাকে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করলেন ও বললেন অদ্যই তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হবে।

৩) ক্ষমার হৃদয়

এখানে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, প্রথম বাণীর সাথে এই বাণীটিরও মিল আছে অর্থাৎ প্রথম বাণীতেও যিশু তাদেরকে ক্ষমা করতে বলেন যারা তাকে প্রহার করল। আর এখানে গেসমাসকে ক্ষমা করলেন। আমাদের ত্রাণকর্তা আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করে সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত ঝরিয়ে দুহাত বাড়িয়ে আমাদের ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত।

৪) পাপের ক্ষমা/স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হওয়ার সহজ উপায়

গেসমাসের ক্ষমা লাভের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, ক্ষমা পেতে খুব বেশি সময় প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় নিজেকে মূল্যায়ন করা, নিজের কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এখানে আমরা দেখতে পাই যে, গেসমাস ক্রুশ থেকে তার কৃত কর্ম নিয়ে অনুতাপ করলেন এবং সে যখন বুঝতে পারলো যে, সে পাপ করেছে, সে পাপী আর নিজের পাপের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হলেন এবং ডেসমাসকে বললো, তুমিকি ঈশ্বরকেও ভয় করনা, আমরা তো আমাদের কৃত কর্মানুযায়ী শাস্তি পাচ্ছি কিন্তু উনিতো কোন অপরাধ করেননি। এ কথার মাধ্যমে বোঝা যায় যে গেসমাসের মনে অনুতাপ এসেছিল এবং ভিতরে ভিতরে সে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। তাই সে যিশুকে বললো, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন। আমাদের ত্রাণকর্তা কত মহান, "অদ্যই তুমি পরম দেশে আমার সাথে উপস্থিত হইবে"। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাপের ক্ষমা পাওয়া ও স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হওয়া খুবই সহজ।

উপসংহার

আমরা আমাদের ত্রাণকর্তার মৃত্যুর দিনে অর্থাৎ পুণ্য শুক্রবারে প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কোন হৃদয়ে আছি। আমি কি আমার হৃদয় পরীক্ষা করে দেখেছি? আমার কৃতকর্মানুযায়ী যদি অনুতাপের কোন বিষয় থাকে, সে জন্য কি অনুতপ্ত হতে পেরেছি? আমি কি আমার ভাইকে ক্ষমা করতে পেরেছি? যদি ক্ষমা না করে থাকি, তাহলে পুণ্য শুক্রবার পালন করা আমার জন্য সম্পূর্ণ বৃথা । তাই আসুন, নিজেকে আর একটি বার মূল্যায়ন করি, যেন গেসমাসের মত অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে পুণ্য শুক্রবারে ক্রুশে হত আমাদের ত্রাণকর্তার নিকট বলতে পারি, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসবেন, তখন আমাকে স্মরণ করবেন॥ ❑

জ্বালিয়ে দিলাম শিখা অনির্বাণ

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বাঁধা যত পিছনে ফেলে
অন্ধকারে হাতড়ে ত্রস্তপদে
এগিয়ে এলাম।
অতীতে কী ছিলাম।
এবং বিনিময়ে কী পেলাম।
সে সমস্ত এখন কিছুই ভাবছি না।
এ সময় চোখ মেলে শুধুই দেখি
সামনে সমূহ জমাট আঁধার!
সীমাহীন ঘুটঘুটে আঁধার!
ভাবছি, এখনও তো বেঁচে আছি!
এখনও পারছি এগিয়ে যেতে।
এখনও তো পা সোজা করে দাঁড়াতে পারছি।

সামনে আমার রয়েছে মোমের সলতে
দেশলাই হাতে এগিয়ে আমাকে যেতেই হবে।
যা আছে প্রাণহীন সলতে,
তাতে জীবনের সাড়া
জাগাতে হবে, দিতে হবে আবার
প্রজ্বলনের স্পন্দন, স্থবির হয়ে থাকা নয় আর।
মৃতের মত কবরের অন্ধকারে শুয়ে থাকা আর নয়।
জাগতেই হবে, উঠে দাঁড়াতেই হবে।
হাত-পা সচল করে চলতেই হবে সামনের দিকে।
এইতো আমি আছি সামনে।
আমার সাথে, আমার পাশে এবং
আমার পিছনে অনুগত অনেকেই।
তারা সবাই আমার প্রজন্মের,
আমার রক্তের উত্তরসূরি।
এখন বলতে গেলে সকলেই আমরা আঁধারের যাত্রী।
সামনে দেখি সীমাহীন দুঃস্বপ্নের রাত্রি!
সামনে কেবলই দীর্ঘশ্বাস! চাপা কান্না!
শুধুই গুমরে গুমরে মৃত্যুর প্রহর অতিক্রম
করার চিত্র!

না, আর নয়, এই তো আমার হাতের
দেশলাইয়ের কাঠিতে
জ্বালিয়েছি আগুন! আমার সামনে যত আছে
মোমের নির্জীব সলতে
তাতে আমি প্রাণের স্পন্দন জ্বালিয়ে দিচ্ছি!
এগিয়ে এসো সকলে, আমরা এগিয়ে যাই
মোমের শিখায়।
এ শিখা জীবনের আগুন! আমাদের মুক্তির
শপথের প্রতীক।
আমাদের স্বাধীনতা! আমাদের জাতীয়তা!
লাখ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত
আমাদের সার্বভৌম মাতৃভূমি।
আমাদের জাতীয়তা।
আমাদের জাতীয় সঙ্গীত!

কোন কিছুকেই মলিন হতে দেব না আমরা!
সামনে যতই আসুক ঝড়! আসুক দুর্বিপাক!
প্রয়োজনে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার শপথে হই বলিয়ান।

এ সময় জ্বালিয়ে দেই
জ্বালিয়ে দেই শিখা অনির্বাণ!
এ শিখা জ্বলুক! জ্বলে উঠুক অন্তরে অন্তরে!
জ্বালিয়ে দিলাম শিখা অনির্বাণ!

ধরা খাওয়া

মাস্টার সুবল

ছবি: ইন্টারনেট

আমার স্নেহের সোনামণিরা, অনেকদিন আগে যিশুর যাতনাভোগ সময়ে, আমার প্রতি আমার ঠাকুরমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে পাঠিয়েছিলাম, আর তা প্রতিবেশীতে প্রকাশিতও হয়েছিল। আমার কোন লেখা প্রতিবেশীতে প্রকাশিত হওয়ার জন্য মনোনীত হোক বা না হোক তাতে আমার কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নেই। আমার এ বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর আগে জীবন যতদিন থাকে ততদিন তোমাদের জন্য লিখে যেতে চেষ্টা করবো। তবে এর কারণটা হলো ছোটরা আমার ধন, ছোটরা আমার মন।

বলতে চাই, আমার বাবাকে ঠাকুরমার গর্ভে রেখে আমার দাদু মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের পরিবার দরিদ্র থাকায়, ঠাকুরমা কলিকাতা শহরে বিদেশিনীর ঘরে শিশু পালনে আয়াকাজ করে সংসার চালাতেন। আমি যখন ছোট ছিলাম ঠাকুরমা তখন বৃদ্ধা। ঠাকুরমা প্রতি বছরই যিশুর যাতনাভোগ সময়ে ছুটিতে বাড়ী আসতেন। একবার ঠাকুরমা ছুটিতে বাড়ী এলে তার ব্যাগ থেকে ৫ টাকা চুরি করে ধরা খাই। এ কারণে ঠাকুরমা আমার উপর রাগ না করলেও, মায়ের ধমকে ঠাকুরমার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পাই। আমার ঠাকুরমা অশিক্ষিত থাকলেও বলতে হয় বুদ্ধির দিক দিয়ে শিক্ষিতাই ছিলেন। ঠাকুরমা শুধু আমাকে বললেন, যেখানে দেখ ধন, সেখানে তোমার মন। বুঝলে?

আদরের দাদু-দিদিরা শেষে বলার কথা আমি নিজের দোষ স্বীকার করে কারো কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জাবোধ করি না। আশা করি তোমরাও তাই করবে। মনে রাখবে শিশুদের উপর যিশুর বিশ্বাস ও ভালোবাসা তুলনাহীন। এসো আমরা সবাই মিলে সৃষ্টিকর্তা পরম করুণাময় প্রভু পরমেশ্বর, মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট এবং সমস্ত সাধু-সাধ্বীদের কাছে, রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে যেন বন্ধ হয় ও পৃথিবীতে শান্তি আসে এর জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করি ॥

ক্লরিসা মারীয়া রোজারিও
৪র্থ শ্রেণি
বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ঘুমাও তুমি পরম পিতার নিবিড় সান্নিধ্যে

উদাস পথিক

(পরলোকগত সুবল এল রোজারিও এর করকমলে)

নামের পরিচিতিতে তুমি সুবল
কর্ম-ধ্যান-জ্ঞানে অতি মনোহর,
শিক্ষা লাভ আর শিক্ষা দানের তীব্র আগ্রহে
ছুটেছো তুমি যেথা-সেথা নিরন্তন।

কথার বুনুনিতে গেঁথেছ সুখ-দুঃখের কথকথা
সুর-ছন্দে বেঁধেছ বর্ণিল জীবনের আনন্দ গাঁথা
শত-মানুষের শোক-দুঃখের সাথী বেসে
অনুপ্রেরণার দ্বীপ জ্বেলেছ হৃদয় শত জন মনে।

চুয়াত্তর বছরের পার্থিব জীবন যাত্রা পথে
মণ্ডলী, সমাজ ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে
সেবার হাত উদার রেখেছ সবাইকে
ভালোবেসে
সদা প্রফুল্ল চিত্তে সখ্যতা বন্ধন ছিল যে
সবার সাথে।

জীবন স্রষ্টার চিরন্তন নিমন্ত্রণে
চিরকালীন নিবাস তোমার মাটির কক্ষে
আমাদের প্রার্থনা-ত্যাগস্বীকার শুধু তোমার জন্যে
পরম শান্তিতে ঘুমাও তুমি পরম পিতার
নিবিড় সান্নিধ্যে॥

দুর্বার তারুণ্য

সংগ্রামী মানব

এক দূরন্ত পথিক
নির্বিঘ্নে বসে আছে;
বট বৃক্ষের ছায়ানীড়ে,
দুচোখ ভরা অশ্রু
গড়িয়ে পরছে অনবরত।
চারিদিকের হাহাকার, আর্তনাত
অবুঝ শিশুর মা বলে ডাক,
দিক-বেদিক গোল্লাছুট
তবুও মনোত্মায় অমোঘ গ্লানি।
হে মহাবীর, দুর্বার গতিতে
এগিয়ে এসো,
শালীনতার বৃক্ষ হবে ফলশালী,
দুর্নীতির বীজ নষ্ট হবে;
মাথাচাড়া দিবে না,
হবে সত্যের জয়,
মোরা মাথা নোয়াবার নয়॥

শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওর ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

প্রদীপ প্রজ্বালন করছেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ

সুমন কোড়াইয়া ▯ গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় পালন করা হয় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ৩য় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৮ মার্চ রমনা ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, সাথে ছিলেন ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, ঢাকার ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ফাদার আলবার্ট রোজারিওসহ আরও অনেকে। পবিত্র খ্রিস্টযাগে অনেক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে ছিল প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র জীবনের ওপর সহভাগিতা করেন ফাদার কমল কোড়াইয়া। তিনি বলেন, 'আর্চবিশপ মাইকেল আধ্যাত্মিক মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।' পবিত্র খ্রিস্টযাগের শুরুতে আর্চবিশপ মাইকেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণী সহভাগিতা করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালনায় আর্চবিশপ মাইকেলের জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপনা, তাঁর কবর আশীর্বাদ ও প্রার্থনা। এই সময় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, কারিতাস বাংলাদেশ, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল, সিডিআই, সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি: সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আর্চবিশপ মাইকেলের কবরে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান॥

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থ

ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস ▯ গত ২০ ও ২৫ মার্চ বরিশাল ডাইওসিসে স্বাস্থ্য সেবা কমিশনের আয়োজনে নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীতে এবং বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের নিয়ে সাড়া দিনব্যাপী বিশ্বাসের তীর্থ আয়োজন করা হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের বিশ্বাসের এই তীর্থের মূলসুর ছিল "হাতে হাতে হাত ধরে চলরে"। গত ২০ মার্চ নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীতে প্রথমভাগে বিশ্বাসের এই তীর্থ আয়োজন করা হয়। এখানে ঘোড়ারপার ও নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লী থেকে মোট ৬৬জন অংশগ্রহণ করে এবং ২৫ মার্চ দ্বিতীয় ভাগে বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে আয়োজন করা হয়। এখানে গৌরনদী, পাদ্রীশিবপুর ও ক্যাথি ড্রাল ধর্মপল্লী থেকে মোট ১০৬ জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল ক্ষুদ্র প্রার্থনা, শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং এর পরপরই শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। তিনি এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাদের সাথে মূলসুরের বিষয়ে সহভাগিতা করেন, তাদের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং অসুস্থদের জন্য বিশেষ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তাদের সুস্থতা কমনায় পবিত্র তেল লেপন করেন। খ্রিস্টযাগের পর পরই তাদের জন্য খেলাধূলা ও নাচ-গানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাই-বোনদের বিশ্বাসের এই তীর্থে তাদের সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন- বরিশাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস গোমেজ, নারিকেলবাড়ি ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ, ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার, ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ, ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস, মিল্টন মজুমদার, সিস্টারগণ, কমিশন সদস্যগণ ও কিছু সেবাদান কারি ভাই ও বোনেরা॥

কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ত্যাগ ও সেবা অভিযান এবং কারিতাস রবিবার উদ্‌যাপন

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ 'একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি' প্রতিপাদ্য নিয়ে শুরু করা হয় ত্যাগ ও সেবা অভিযান এবং উদযাপন করা হয় কারিতাস রবিবার। ১৯ মার্চ মালিবাগস্থ কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চার ধর্মের ধর্মীয় নেতা যথাক্রমে কেওয়াচালা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, ইসলামিক স্কলার, গবেষক, লেখক ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আবদুল হক, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী দেবধেনান্দ মহারাজ, বাসাবো বৌদ্ধ বিহারের ভান্তে কল্যাণ জ্যোতি থের, কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, সুক্লেশ জর্জ কস্তা, রিমি সুবাস দাশ, থিওফিল নকরেকসহ কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয়, সিডিআই ও সিএইচএনএফপি'র কর্মী ও কর্মকর্তাগণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান সেবাষ্টিয়ান রোজারিও। তিনি বলেন, 'এ বছর ত্যাগ ও সেবা অভিযান এবং কারিতাস রবিবারের মূলসুর নির্বাচন করা হয়েছে একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি॥

সারাদেশব্যাপী শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

উথুলী, মানিকগঞ্জে

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে "মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ৭ মার্চ রোজ মঙ্গলবার উথুলী কোয়াজী ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট পেরেরা। "খ্রিস্টযাগের পর পালপুরোহিত ও সিস্টার মেরী তৃষিতা সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অতপর শিশুরা ও এনিমেটরগণ আনন্দ র‍্যালী করে বাণী প্রচারধর্মী শ্লোগান দিয়ে স্কুল ও গির্জা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। টিফিন বিরতির পর ফাদার প্রলয় ডি' ক্রুশ মূলসুরের উপর সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ-এর পরিচালনায় এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পালপুরোহিত সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ১৪০ জন শিশু, ৭ জন এনিমেটর, ৩জন সিস্টার এবং ২জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

ধরেন্ডা, ঢাকাতে

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে "মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১০ মার্চ রোজ শুক্রবার ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও ক্রুশের পথ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার সেন্টু কস্তা। ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপরে ফাদার সেন্টু কস্তা মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন। সিস্টার মারীয়া দাস সিআইসি এবং সিস্টার ঝুমা নাফাক, এসএসএমআই বাংলাদেশে জাতীয় পিএমএস - এর কার্যক্রম সবার সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সহভাগিতা করেন। এরপর শিশুদের অংশগ্রহণে পবিত্র বাইবেলভিত্তিক অভিনয় ও ধর্মীয় নৃত্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং পাল-পুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ২২০জন শিশু, ২৫জন এনিমেটর, ৫জন সিস্টার এবং ৩জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

আলীকদম, বান্দরবান

সিস্টার গৌরী মূর্মূ এলএইচসি ▯ গত ১৮ মার্চ ভিনসেন্ট ডি পল উপ-ধর্মপল্লী কলাঝিরিতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিবসটির মূলসুর ছিল "সহযাত্রিক মণ্ডলীতে অংশগ্রহণে শিশুদের ভূমিকা। আর এই শিশু মঙ্গল দিবসে মোট ৬৯জন শিশু ৭জন এনিমেটর অংশগ্রহণ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন শান্তিরাণী ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার বিজয় রিবেরু ওএমআই এবং আরো ছিলেন যিশুর পবিত্র হৃদয় সেমিনারীর পরিচালক ফাদার সুজন কিস্কু ওএমআই। পবিত্র খ্রিস্টযাগে ফাদার বিজয় বলেন, যিশু আমাদেরকে যেভাবে ভালোবাসেন তেমনি আমরাও সবাইকে ভালবাসবো। খ্রিস্টযাগের পর ব্যানার নিয়ে র‍্যালী করা হয়। টিফিন বিরতির পর মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার সুজন কিস্কু ওএমআই। তারপর শিশুদেরকে ক্লাসভিত্তিক হোস্টেলের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরের আহারের পরই ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের নাচ, গান ও তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করার মধ্যদিয়ে দিবসটি আনন্দ মুখর করে তোলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সিস্টার কবিতা ঘাগ্রা এলএইচসি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এবং উপস্থিত সকল শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

পাদ্রীশিবপুরে

পিউস ডি'কস্তা ▯ ২৫ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার সারাদিনব্যাপী পথ প্রর্দশিকা কুমারী মারীয়া ধর্মপল্লীর প্যারিশ কমিউনিটি হলে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। মূলভাব ছিল- "যিশুর সাথে পথ চলার আনন্দ"। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান আরাম্ভ হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ। মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গোমেজ। যিশুর সাথে পথ চলার উপর একটি ছোট ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয়। তিনি বলেন, যিশু শিশুদের ভালোবাসেন ও সবসময় আমাদের হাত ধরে থাকেন। পালক পুরোহিত ফাদার রবার্ট দিলীপ গোমেজ সিএসসি বলেন, শিশুরা যিশুর বন্ধু, শিশুরা নিষ্পাপ ও পবিত্র। শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। দুপুরের খাবারের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য সেমিনারে ৫২ জন শিশু সহ মোট অংশগ্রহণকারী ৬৫ জন ছিল॥

নাটোরের বনপাড়া কাথলিক খ্রিস্টান ধর্মপল্লী পরিদর্শন করলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

অমর ডি কস্তা ▯ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো.ফরিদুল হক খান এমপি বলেছেন, অসম্প্রাদায়িক চেতনা নিয়েই বর্তমান সরকার তার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। যার ফলে কোন বিভাজন নেই। একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ধর্মীয় বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখতে আওয়ামীলীগ সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর কাথলিক খ্রিস্টান ধর্মপল্লী নাটোর বড়াইগ্রামের বনপাড়া খ্রিস্টান ধর্মপল্লী পরিদর্শন শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় এ কথা বলেন। ফাদার হাউজের সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছা. মারিয়াম খাতুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব) সাদিকুর রহমান খান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. বোরহান উদ্দিন মিঠু, ফাদার ড. শংকর ডমিনিক গমেজ, ক্লেমেন্ট পিরিছ, রতন পেরেরা, অমর ডি কস্তা প্রমূখ। এ সময় থানার অফিসার ইনচার্জ আবু সিদ্দিক, বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ শফিকুল আযমসহ ধর্মপল্লীর বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী বনপাড়া লুর্দের রানী মা মারীয়া ক্যাথলিক চার্চ ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং চার্চের ভিতর ও বাইরের নির্মাণ, কারুশিল্প ও দেশের বৃহত্তম মা মারীয়ার মূর্তি দেখে এর নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন॥

বার্ষিক পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা

সেন্টু মন্ডল ▯ গত ১২ মার্চ ভবরপাড়া ধর্মপল্লীতে বার্ষিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর বার্ষিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রার মূলসুর ছিলো ''সহযাত্রী মণ্ডলী খ্রিস্টপ্রসাদ থেকে জীবন পায়''। এই উপলক্ষে আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রস্তুতিস্বরূপ পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করা হয়। ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর ৬১ জন ছেলে-মেয়েকে বিশেষ ধর্মশিক্ষার ক্লাস দিয়ে প্রস্তুত করেন সিস্টার ও কাটেখিস্টগণ। ১১ মার্চ বিকাল ৫টার সময় ভবরপাড়া গ্রামের শিশুমঙ্গল দল, সেবক দল, হোস্টেলের মেয়েরা, প্রভুরভোজ প্রার্থী ছেলে-মেয়েরা, মায়েদের দল, খ্রিস্টভক্তগণ ও কীর্তন দলের সদস্যরা খুলনা ধর্মপ্রদেশের মহামান্য বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগীকে কীর্তন গান ও ফুলেল মালা পরিয়ে বরণ করে নেন হয়। পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা অনুষ্ঠিত হয়। আরাধনায় মূলসুরের উপর ফাদার যাকোব এস বিশ্বাস সহভাগিতা করেন। পরে বিশপ মহোদয় মোমবাতি প্রজ্বালন ক'রে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১:৩০ মিনিট পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রাম থেকে ১০টি কীর্তন দল ও ৮টি মায়েদের দল নিয়ে পালাক্রমে সংকীর্তন, বাইবেল পাঠ ও মালা প্রার্থনা করা হয়।

খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। উপদেশে বিশপ মহোদয় বিশেষভাবে "সহযাত্রী মণ্ডলী খ্রিস্টপ্রসাদ থেকে জীবন পায়" মূলসুরের উপর গুরুত্বারোপ করে সহভাগিতা রাখেন। খ্রিস্টযাগের পর-পরই পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা হয়। পরিশেষে, বিশপের আশীর্বাদের মাধ্যমে বার্ষিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

আনন্দবাস উপ-ধর্মপল্লী, ভবরপাড়া প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন

সেন্টু মন্ডল ▯ গত ১৯ মার্চ ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত আনন্দবাস উপ-ধর্মপল্লীতে প্রথমবারের মত সাধু যোসেফের গির্জার পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর পর্ব উপলক্ষে মূলসুর ছিলো ''সহযাত্রী মণ্ডলীতে সাধু যোসেফ আমাদের সহবর্তী।'' সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে পর্বীয় শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ও মূলসুরের উপর ফাদার তাপস হালদার সহভাগিতা করেন। ১৯ মার্চ রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১০:১৫ মিনিট পর্যন্ত পবিত্র ক্রুশের পথ অনুষ্ঠিত হয়। ১০:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। উপদেশে বিশপ মহোদয় বিশেষভাবে মূলসুরের উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে, বিশপের আশীর্বাদের মাধ্যমে পর্বীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তী হয়॥

জাফলংয়ের সাধু প্যাট্রিক গির্জার পর্ব পালন

রবীন ভাবুক ▯ ১৯ মার্চ, জাফলংয়ের সাধু প্যাট্রিকের গির্জার পর্ব পালন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহীর ঝরাগোপালপুরের ফাদার ভ্যালেনটাইন তালাং ওএমআই। তাকে সহযোগিতা করেন জাফলং গির্জার পাল-পুরোহিত ফাদার কল্লোল রোজারিও। পর্ব উপলক্ষে স্থানীয় খ্রিস্টভক্তরা নিজেদের প্রস্তুতিস্বরূপ ৯ দিনের নভেনা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর ১৯ মার্চ রোববার পর্ব উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে র‍্যালী করে খ্রিস্টভক্তরা গির্জায় প্রবেশ করেন। এরপর সাধু প্যাট্রিকের ৯টি গুণ স্মরণ করে মোমবাতি প্রজ্বালন করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার ভ্যালেনটাইন সাধু প্যাট্রিকের উপর আলোচনা করে খ্রিস্টভক্তদের তার আদর্শ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানান॥

প্রায়শ্চিত্তকালীন যুব সেমিনার

পিউস ডি'কস্তা ▯ ২৪ মার্চ ২০২৩ পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে YCS ও BCSM যুবক-যুবতীদের নিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধবেলা ধ্যান সভায় ছিল-পবিত্র খ্রিস্টযাগ, "মিলনধর্মী মণ্ডলীতে একসাথে পথ চলার আনন্দ"- মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার গাব্রিয়েল খোকন নকরেক সিএসসি। পাপস্বীকার ও পবিত্র ক্রুশের পথের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ২৫ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যান ও স্বাধীনতা দিবস পালন

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন □ মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহীতে গত ২৫ মার্চ রোজ শনিবার “প্রায়শ্চিত্তকালীন যাত্রায় একজন কাথলিক শিক্ষক হিসেবে আমার করণীয়” এই বিষয়কে সামনে রেখে প্রায় ৪০জন কাথলিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে টিচার্স টিমের আওতায় অর্ধবেলা প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। এতে হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ, মুক্তিদাতা হাই স্কুল, রাজশাহী মিশন স্কুল, পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ, মুশরুইল প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী প্রার্থনা, সহভাগিতা, পাপস্বীকার, খ্রিস্টযাগ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও রাতের আহারের মাধ্যমে নির্জন অতিবাহিত হয়। এছাড়াও ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়। সকাল ৬টায় দেশের মঙ্গল ও জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযুদ্ধাদের কথা স্মরণ করে ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী বিশেষ প্রার্থনা করেন ও সকাল ৯:৩০মিনিটে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো হয়। ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী এই বিশেষ অনুষ্ঠানের অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী নৃত্যের দ্বারা সকল অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরকে ফুলের তোড়া, ব্যাজ ও উত্তোরিয় প্রদান করে বরণ করে নেওয়া হয়। অতিথি তার সহভাগিতায় বলেন, যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমার এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি তাদের প্রতি আমাদের সম্মান শ্রদ্ধা যেন সবসময় থাকে। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সবিতা মারান্ডী, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মনিকা ঘরামী ও ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল চিত্রাঙ্কন, রচনা, আবৃত্তি, শ্রেণি ভিত্তিক দেওয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা ও পদর্শনী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আন্তঃক্লাস ছেলে ও মেয়ে আলাদা ভাবে প্রীতি ফ্রেণ্ডলী ফুটবল খেলা এবং পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়॥

বারাকা আলোকিত শিশু প্রকল্পের জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

আন্তনী প্রিন্স গমেজ □ ১৭ মার্চ ২০২৩ বাবুবাজারস্থ বারাকা ছেলে ও মেয়ে পথশিশু দিবা-রাত্রিকালীন আশ্রয়কেন্দ্রে, ৮৭ জন শিশুর উপস্থিতিতে ''জাতীয় শিশু দিবস'' উদ্‌যাপন করা হয়।

এ অনুষ্ঠানে “স্মার্ট বাংলাদেশ স্বপ্নে বঙ্গবন্ধু জন্মদিন শিশুদের চোখে সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন” সর্ম্পকে আলোচনায় মিসেস লিভা লিউনী রোজারিও (মাঠকর্মকর্তা) বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এই পথশিশুরা পিছিয়ে না পড়ে দেশের নাগরিক হিসাবে স্মার্ট জনগোষ্ঠীর আওতায় নাগরিকত্ব, শিক্ষা ও গুণাবলি সম্পন্ন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশে সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে।” শিশু দিবেসের নানা আয়োজনের মধ্যে ছিলো নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি এবং শিশুদের নিয়ে কেক কাটা অনুষ্ঠান। পরিশেষে মধ্যাহ্নভোজের মধ্যদিয়ে জাতীয় শিশু দিবস পরিসমাপ্ত হয়॥

বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্ট মুভমেন্ট এর ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা

মিস সিমলা গোমেজ: বিগত ২১-২৩ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ বাংলাদেশ কাথলিক স্টুডেন্ট মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের ৬টি ইউনিট থেকে ৭৫জন ছাত্র-ছাত্রী, কমিশন সদস্য, ফাদারগণ, সিস্টারগণ সহ মোট ৯২জন বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। ২১ মার্চ বিকাল ৬ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, পালক পুরোহিত, গৌরনদী ধর্মপল্লী, ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ, ফাদার সৈকত বিশ্বাস, ফাদার খোকন নকরেক সিএসসি, রনি গোমেজ, স্বপনীল লুইস ক্রুশ, প্রেসিডেন্ট (বাংলাদেশ বিসিএসএম), তন্ময় ডি' কস্তা, ফ্লেবিয়ান ডি' কস্তা, সিস্টার মিতা এলএইচসি প্রমুখ। রাতের অধিবেশনে বিগত এক বছরের ভিজুয়াল প্রতিবেদন প্রদান করে ইউনিট গুলো।

২২ মার্চ মূলসুরের আলোকে সহভাগিতা করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। “মিলনধর্মী মণ্ডলীতে এক সাথে পথ চলায় যুব সমাজের ভূমিকা ও করণীয় এই মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ সহভাগিতা করেন বিসিএসএম-এর ইতিহাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিসিএসএম এর নীতি মালা। তাকে সহযোগিতা করেন তন্ময় ডি' কস্তা এবং ফ্লেবিয়ান ডি' কস্তা। বিকালের অধিবেশনে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও- এর উপস্থিতি এবং নিবার্চন কমিশনের সহযোগিতায় আগামী এক বছরের জন্য ইউনিট থেকে ধর্মপল্লীর ইউনিট প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ সবাই তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। রাতে সাংকৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সমাপ্ত করা হয় বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের ৩য় বার্ষিক সাধারণ সভা॥

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে ফ্রি ডেন্টাল চেক-আপ

উদয় গ্রেগরী : সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের ডেন্টাল ইউনিটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে হয়ে গেল ফ্রি ডেন্টাল চেক-আপ। বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষকসহ ৫৮ জন শিক্ষার্থী এ ফ্রি ক্যাম্পে অংশ নেন। সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের দাঁত-মুখ বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রকল্পের অংশ হিসেবে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ডেন্টাল ইউনিটের সহকারী অধ্যাপক ডা.নাহিদ আল-নোমান, সহযোগী ডা. সিলভিয়া রিবেরু ও সহকারী স্মৃতি গনসালভেস বিনা পয়সায় দাঁত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। নবম শ্রেণির একজন ছাত্রী ক্যাম্পটি নিয়ে তার অভিব্যক্তি প্রকাশে বলেন, “আমাদের জন্য বিনা খরচে দাঁতের চেক-আপের ব্যবস্থার জন্য সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালকে ধন্যবাদ জানাই। সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া ক্যাম্পটি সম্পর্কে বলেন, ছেলে-মেয়েরা অনেকেই দাঁতের নানা সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছে; কিন্তু অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে তারা দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করছেন না। সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের পক্ষ থেকে আমাদের এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম আগামীতেও চলমান থাকবে॥

ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
১০৫/৯/এ, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিঃ নং- ৪১২, তারিখ: ২০/০৫/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

১২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৭/০৩/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকায় এ্যাক্ত মহল রেস্টুরেন্ট থাই চাইনিজ এ্যান্ড পার্টি সেন্টার, ১০৪, আওলাদ হোসেন মার্কেট, উত্তরা ব্যাংক গলি, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় ইউনিয়নের ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে বিকাল ৫.৩০ ঘটিকায়।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সদস্য-সদস্যাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী অভিবাদনে,

সজল রোজারিও	[illegible] বক রোজারিও
চেয়ারম্যান	সেক্রেটারি
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ	ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/১০০/২৩

পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
PHB CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LIMITED
স্থাপিতঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং ২২৯/২০, তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মোবাইল নং- ০১৭৪৮-৪৫৬২৬২, ই-মেইল ঃ phbcccul@gmail.com

সূত্র নং : পিএইচবি/এস/২০২৩- ০১   তারিখ : ০২/০৪/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২১ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, দুপুর ৩টা মি: কর্ণেলিয়াস কস্তার বাড়ী, গ্রাম: পিপ্রাশৈর, পো: অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর ঠিকানায় অত্র সমিতির ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।** উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ছবিযুক্ত পাশ বইসহ বিকাল ২:৩০ মিনিট থেকে ৩টা মধ্যে নাম রেজিস্ট্রেশন পূর্বক লটারী কূপন সংগ্রহ করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অতএব, অনুষ্ঠিতব্য ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা সফল বাস্তবায়নে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রবার্ট গমেজ	**দোলন যোসেফ গমেজ**
চেয়ারম্যান	সেক্রেটারী
পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ	পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/৯৯/২৩

চির নিদ্রায় শায়িত প্রিয় সিস্টার বৃজেট গমেজ সিআইসি

গত ২৫মার্চ শনিবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ শান্তিরাণী সংঘের সিস্টার বৃজেট গমেজ, সিআইসি শারীরিক বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দিনাজপুর সেন্ট ভিন্‌সেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিরতরে পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করে বিকাল ৪:৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭০ বছর এক মাস। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নাগরী ধর্মপল্লীর ভুরুলিয়া গ্রামে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ ২৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ও মাতার নাম ছিল গ্রেগরী গমেজ ও অরেলিনা মার্টিনা রোজারিও। চার ভাই চার বোন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ শান্তিরাণী সংঘে প্রবেশ করে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ প্রথম সন্ন্যাস ব্রত, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ আজীবন সন্ন্যাসব্রত ও ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেন। তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীতে দিনাজপুরসহ রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে শিক্ষকতার পাশাপাশি বাণী প্রচারের কাজ নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ন, প্রার্থনাশীল, বিনয়ী, সৎ, দায়িত্বশীল, সাহসী, বাধ্য, ত্যাগী ও পরোপকারী। মা মারীয়ার ও সাধু যোসেফের প্রতি ছিল তার গভীর বিশ্বাস ভক্তি ও ভালবাসা। সিস্টারের বিয়োগ ব্যথায় শান্তিরাণী পরিবারের আমরা সকলে গভীরভাবে শোকাহত। ঈশ্বর তার ভক্ত সেবিকাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সিস্টার যোসপিন সরেন সিআইসি

বিপ্র/৯৬/২৩

বিদেশে উচ্চশিক্ষা/ভর্তি/ভিসা প্রসেসিং

- USA, CANADA, AUSTRALIA, UK, JAPAN, SOUTH KOREA, MALTA, HUNGARY
- দক্ষিণ কোরিয়াতে ১০০% নিশ্চিত ভিসা।
- UK & AUSTRALIA - এর জন্য আমরা কোন সার্ভিস চার্জ নেই না।
- We also offer IELTS/Japanese/Korean Language Teaching Services.

CANADA USA AUSTRALIA UK Japan SOUTH KOREA MALTA

* খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
* সুদীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ সফলতার সহিত সার্ভিস দিয়ে আসছি।

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

Canada, USA & Europe এ ভিজিট ভিসা ও মাইগ্রেশন ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

আপনার স্বপ্ন পূরণে একান্ত সহযোগী
যোগাযোগ করুন:
+88 01600-369521
+88 01911-052103
/globalvillagebd.com
House-11 (2nd Floor), Road-2/E
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
Bangladesh

বিজ্ঞ/৮৫/২০২৩

Hospital License No: HSM4320756
Hospital Reg. Code: HSM16585

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল
ঢাকা আর্চডায়োসিসের একটি স্বাস্থ্য-সেবা প্রতিষ্ঠান

অল্প খরচে অত্যাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিস

মাত্র তিন হাজার টাকায় আপনি পাচ্ছেন সর্বাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিসের সুবর্ণ সুযোগ। আপনার সাথে থাকছেন- দক্ষ-উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার নার্স-টেকনিশিয়ান। আপনার স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে পাবেন আইসিউ সাপোর্ট

মাত্র দুইশত টাকায় জরুরী ডাক্তার সেবা

আপনি ২৪ ঘন্টা পাচ্ছেন মাত্র দুইশত টাকায় জরুরী ডাক্তার সেবা
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারতো প্রয়োজন মত আপনাকে অল্প ভিজিটে সেবা দেবেনই

আপনাদের সেবায় আরও নিয়োজিত

* তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ধুলা-বালিমুক্ত, সরাসরি প্রস্তুতকারী কোম্পানী থেকে সংগৃহিত ঔষধালয়
* বিখ্যাত সিআরপি ও সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট দ্বারা পরিচালিত ফিজিওথেরাপী বিভাগ
* বিশ্ববিখ্যাত মেশিনে ও মানসম্মত রিএজেন্ট ব্যবহৃত প্যাথলজি বিভাগ
* অত্যাধুনিক মেশিনে আলট্রাসনো ও এক্স-রে বিভাগ
* মানসম্মত যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা পরিচালিত অপারেশন থিয়েটার ও ডেন্টাল ইউনিট, সিজারিয়ানসহ সব ধরনের অপারেশনের সুব্যবস্থা

যোগাযোগ করুন:

৯ হলিক্রস কলেজ রোড, তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০৯৬৭৮৬০০০০৬, ০৯৬৭৮৪১০০৪২, ০১৩০০৯৭৮৬১৯
Email: info@sjvhbd.com/Website: www.sjvhbd.com
Contact: 09678600006 / 09678410042 / 01300978619

বিজ্ঞ/৯৪/২০২৩

বর্ষ ৮৩❖ সংখ্যা - ১২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 12
Regd. No. DA-33
❖ 2 - 8 April, 2023, ১৯ - ২৫ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী, আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org